মালেকা একাডেমি

গোপালগঞ্জ

পবিত্র মাহে রমজানের বন্ধ চলাকালীন পড়াশুনা প্রস্তুতি

তৃতীয় শ্রেণি

স্থাপিত ঃ ২০০৬খ্রিঃ

মালেকা একাডেমি ,গোপালগঞ্জ
শ্রেণি -তৃতীয়
বিষয়- বাংলা
আমার পণ

* সকালে উঠিয়া ....নাহি করি হেলা ।

১। শব্দার্থঃ
পাঠ-- পড়া
গুরুজন-- সম্মানীয় ব্যক্তি
হেলা-- অবহেলা
আদেশ-- হুকুম
২। সমার্থক শব্দ ঃ
সকালে-- প্রভাতে
মন -- হৃদয়
কাজ-- কর্ম
৩ ।বিপরীত শব্দঃ
সময় -- অসময়
ভালোবাসা --ঘৃণা
ভালো -- মন্দ
সকালে--- বিকালে
আদেশ
৪। প্রশ্ন ঃ
ক) সারাদিন আমি কীভাবে চলব ?
উত্তর ঃ সারাদিন আমি ভালো হয়ে চলব।
খ) কারা গুরুজন?
উত্তরঃ মা, বাবা, শিক্ষক আমাদের গুরুজন।
গ)পড়ার সময় আমি কী করব?
উত্তরঃ পড়ার সময় আমি মনোযোগ সহকারে পড়বো। হেলা করব না।
৫। ক্রিয়াপদের চলিত রূপঃ
উঠিয়া --- উঠে
ভুলিয়া -- ভুলে
চলিলেন ---চললেন
করিতেছে-- করছে
ধরিবে --- ধরবে

আমার পণ

* সুখে যেন নাহি ....মনে মনে। (পৃষ্ঠা নং ৪৮)

১। শব্দার্থঃ
ফাঁকি -- কাজে অবহেলা
কভু--- কখন
সামলিয়ে-- এড়িয়ে
২। বিপরীত শব্দ ঃ
দুখে---- সুখে
সাবধান--- অসাবধান
ঝগড়া --- ভাব/ বন্ধুত্ব
লোভ -- নির্লোভ

৩। প্রশ্নঃ
ক) কোন ধরনের কথা আমি বলব না?
উত্তরঃ মিছে কথা আমি বলব না।
খ) কাদের আমরা ভালোবাসব?
উত্তরঃ মা, বাবা, ভাই ,বোন সকলকেই আমরা ভালোবাসব।
গ) অন্যের দুঃখে আমরা কী করব?
উত্তরঃ অন্যের দুঃখে আমরা সুখি হবো না।

পাখিদের কথা (পৃষ্ঠা নং ৫২)
রোজ সকালে ----- বসন্তকালে ডাকে ।

১। শব্দার্থঃ
প্রতিবেশী-পড়শি
পালক- পাখির শরীর বা পাখার আবরণ
পোঁচ- লেপা
রোজ-প্রতিদিন
বোকামি- নির্বুদ্ধিতা
ছোপ- দাগ,রং
২। বিপরীত শব্দঃ
খুশি- অখুশি
বন্ধু- শত্রু
চালাক-বোকা
উজ্জ্বল-অনুজ্জ্বল
মিষ্টি- তেতো
পরিচিত- অপরিচিত
৩। সমার্থক শব্দঃ
পাখি- পক্ষী
শরীর- দেহ
মিষ্টি- মিঠা
কণ্ঠ- গলা
বন্ধু- মিত্র
ঘুম- নিদ্রা
মন- হৃদয়
কোকিল- বসন্তদূত
কাক- বায়স
৪। যুক্তবর্ণঃ
ন্ধ- ন+ধ- বন্ধু, গন্ধ
ক্ষ- ক+ষ- শিক্ষক, কক্ষ
ণ্ড- ণ+ড- কাণ্ড, ঠান্ডা
ণ্ঠ- ণ+ঠ- কণ্ঠ, গুণ্ঠন
ন্ত- ন+ত- বসন্তকাল, শান্ত

পাখিদের কথা

বিষয় - বাংলা

ময়না দেখতে--------করে বলতে পারে (পৃষ্ঠা নংঃ ৫২, ৫৩)

১। শব্দার্থঃ
ঝুঁটি - খোঁপা
ঝাঁক- পাখি, মাছ, মাছি, ইত্যাদি দল বা পাল
অবিকল- একই রকম
চমৎকার- বিষ্ময়
তাঁতি- কাপড় বোনে যে ।
২। সমার্থক শব্দঃ
শখ- পছন্দ
চোখ- নয়ন
ঠোঁট- ওষ্ঠ, অধর
শক্ত- কঠিন, কঠোর
কথা- বাক
সুন্দর- মনোরম
৩। বিপরীত শব্দঃ
সুন্দর- কুৎসিত
নকল- আসল
শক্ত- নরম
উপকার- অপকার/ ক্ষতি
৪। যুক্তবর্ণঃ
ন্দ- ন+দ- সুন্দর
ষ্ট- ষ+ট- অষ্টম, মিষ্টি
ট্ট- ট+ট- চট্টগ্রাম , ছোট্ট
ঙ্খ- ঙ+খ- শৃঙ্খলা, শঙ্খচিল
ঞ্চ- ঞ+চ- চঞ্চল, অঞ্চল
ম্ব- ম+ব- লম্বা, কম্বল
জ্জ্ব- জ+জ+ব- উজ্জ্বল, প্রোজ্জ্বল
৫। এক কথায় প্রকাশ করঃ
পাখির শরীর বা পাখার আবরণ- পালক
কাপড় বোনে যে- তাঁতি
মাথার ওপরে গোছা করে বাঁধা চুল- ঝুঁটি
ইতিহাস রচনা করেন যিনি- ঐতিহাসিক
পাখি, মাছ, মাছি ইত্যাদি দল বা পাল- ঝাঁক
৬। বিরাম চিহ্নঃ
*ময়না দেখতে যেমন --------------- ময়নার রঙ কালো
*ছোট্ট পাখি দোয়েল ---------------- দালানের ফাঁকে ফোকরে থাকে
*রোজ সকালে -------------------- পরিবেশ রক্ষা করে
৭। নিচের অনুচ্ছেদ পড়ে প্রশ্ন তৈরি (কে, কী, কেন, কোথায়, কখন, কীভাবে) ঃ
রোজ সকালে নানা রকম পাখির ডাকে আমাদের ঘুম ভাঙে । ওরা নানা সুরে ডাকাডাকি করে। তাতে মনটা খুশিতে ভরে ওঠে। পাখি আমাদের অনেক উপকার করে। পরিবেশ রক্ষা করে। তাঁরা আমাদের প্রতিবেশীর মতো। পাখি আমাদের বন্ধু ।
ক) কে আমাদের বন্ধু?
খ) পাখি কীভাবে আমাদের উপকার করে?
গ) কখন আমাদের ঘুম ভাঙে ?
ঘ) কেন আমাদের মনটা খুশিতে ভরে ওঠে?
ঞ) পাখি আমাদের কী করে ?

*পাঠ্য বইয়ের অনুচ্ছেদঃ

রোজ সকালে নানা রকম পাখির ডাকে আমাদের ঘুম ভাঙে। ওরা নানা সুরে ডাকাডাকি করে। তাতে মনটা খুশিতে ভরে ওঠে। পাখি আমাদের অনেক উপকার করে। পরিবেশ রক্ষা করে। তাঁরা আমাদের প্রতিবেশীর মতো। পাখি আমাদের বন্ধু । আমাদের খুব পরিচিত পাখি কাক। কালো পালকে ঢাকা শরীর তার। কাক কা কা করে ডাকে। এরা ঝাঁক বেঁধে ওড়ে। খুব চালাক বলে নাম আছে কাকে। তবে বোকামির কান্ডও করে সে। কোকিলের ডিমে তা দেয়। বাচ্চা ফুটিয়ে দেয়।

১। শব্দার্থ লেখ (যেকোনো ৫ টি)ঃ

রোজ, প্রতিবেশী, কাণ্ড, উপকার, পরিবেশ, পরিচিত, বোকামি।

রোজ- প্রতিদিন
প্রতিবেশী- পড়শি
কাণ্ড- ব্যাপার
উপকার- সহায়তা, মঙ্গলসাধন ।
পরিবেশ- পরিধি, চারপাশের অবস্থা
পরিচিত- চেনা বা জানা, জ্ঞাত
বোকামি- নির্বুদ্ধিতা

২। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখঃ

ক) পাখিরা আমাদের কীভাবে উপকার করে? দুইটি বাক্যে লেখ ।

উত্তরঃ পাখিরা আমাদের পরিবেশ রক্ষা করে। পাখির কলকাকলিতে আমাদের মনটা আনন্দে ভরে ওঠে।

খ) কোন পাখি বোকামির কাণ্ড করে?

উত্তরঃ খুব চালাক বলে নাম আছে কাকের। তবে বোকামির কাণ্ডও করে সে। কোকিল কাকের বাসায় ডিম রেখে আসে। আর কাক সেই ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফুটিয়ে দেয়।

গ) সকালবেলায় তোমার করতে ভালো লাগে। এমন চারটি কাজের নাম লেখ।

উত্তরঃ সকালবেলায় আমার করতে ভালো লাগে এমন চারটি কাজের নাম হলো-

১.সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠে নামাজ পড়তে ভালো লাগে।
২.বাগানে হাটতে ভালো লাগে।
৩.গাছে পানি দিতে ভালো লাগে
৪.সকালবেলায় পড়তে ভালো লাগে

*পাঠ্যবই বহির্ভূত অনুচ্ছেদঃ

যানজট বর্তমানে রাজধানী ঢাকাবাসীর জীবনে এক ভয়াবহ সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। যানজটের দুঃসহ যাতনা ভোগ না করে নির্দিষ্ট সময়ে কর্মস্থলে বা গন্তব্যে পৌঁছানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে । জীবনের দ্রুত গতি ও আধুনিক মানুষের কর্মব্যস্ততাকে স্তব্ধ করে দিচ্ছে দুঃসহ যানজট। যানজট ঢাকার নাগরিক জীবনের নিত্যদিনের এক অসহনীয় ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। যতই ক্ষোভ ও বিরক্তির কারণ হোক , এর হাত থেকে কেউ রেহাই পাচ্ছে না। ঢাকা শহরের যানজটের কারণ অনেক। যান চলাচলের রাস্তার স্বল্পতা, অপরিসর রাস্তার মোড়ে মোড়ে বাস থামিয়ে যাত্রী তোলা ও নামানো, অনিয়ন্ত্রিত ট্রাফিক ব্যবস্থা, হকারদের ফুটপাত দখল ইত্যাদি ছাড়াও আরও অনেক কারণ রয়েছে। যানজট নিরসন করে নাগরিক জীবনকে স্বস্তিদানের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমনঃ রাস্তার সংখ্যা বৃদ্ধি এবং বিদ্যমান রাস্তাগুলো প্রশস্ত করণ, রাস্তার মোড়ে যাত্রী ওঠানামা বন্ধ করা ও ট্রাফিক আইনের প্রতি সকলকে শ্রদ্ধাশীল করার জন্য ব্যাপক প্রচারাভিযানের ব্যবস্থাকরণ। বর্ণিত পদক্ষেপগুলো আন্তরিকভাবে গৃহীত হলে আমাদের বিশ্বাস যানজট সমস্যার অনেকটা সুরাহা করা সম্ভব হবে।

৩। ছকে কয়েকটা শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া আছে। উপযুক্ত শব্দটি নিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূণ্যস্থান পূরণ করে উত্তরপত্রে লেখঃ

শব্দ	শব্দার্থ
গন্তব্য	গমনের লক্ষ্য
শ্রদ্ধা	বিশেষ সম্মান
স্বস্তি	আরাম
স্তব্দ	নিশ্চল
অনিয়ন্ত্রিত	অসংযত
অপরিসর	প্রশস্ত নয় এমন
দুঃসহ	অসহ্য

ক) এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় -------------- ফিরে এলো।
খ) আমাদের সবারই নিয়মের প্রতি-------------- থাকা উচিত ।
গ) গ্রীষ্মকালের-------------- গরমে জীবন দুর্বিষহ হয়ে যাচ্ছে।
ঘ) বিদ্যালয়ে যাওয়ার রাস্তাটি খুবই -------------- ।
ঙ) মানুষের অসুস্থতার অন্যতম কারণ -------------- জীবনযাপন ।
৪। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখঃ
ক) যানজটের কারণে সৃষ্ট পাঁচটি সমস্যা লেখ ।
খ) ঢাকা শহরে যানজন নিরসনের পাঁচটি উপায় লেখ ।
গ) দৈনন্দিন জীবনযাপনের ক্ষেত্রে তোমার কী কী সমস্যা হতে পারে? পাঁচটি সমস্যা লেখ ।

ক) উত্তরঃ যানজটের কারণে সৃষ্ট পাঁচটি সমস্যা নিচে লেখা হলোঃ
১. সময়ের অপচয়
২. সঠিক সময়ে কাজ করতে না পারা
৩. পরিবেশ দূষণ সৃষ্টি হওয়া
৪. মানুষের শারীরিক সমস্যা দেখা দেওয়া
৫. অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়
খ) উত্তরঃ ঢাকা শহরে যানজট নিরসনের পাঁচটি উপায় হলোঃ
১. ট্রাফিক আইন মেনে চলা ।
২. ভাঙা রাস্তা দ্রুত মেরামত করা।
৩. হকার দ্বারা ফুটপাত দখল না করা।
৪.যেখানে সেখানে যাত্রী উঠা নামা না করা ।
৫. রাস্তার উপরে নির্মাণ সামগ্রী না রাখা ।
গ) উত্তরঃ আমার দৈনন্দিন জীবনযাপনে বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে। এর মধ্যে পাঁচটি সমস্যা হলোঃ
১. স্কুলে যেতে দেরী হতে পারে।
২. মানসিক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে।
৩. অসুস্থ মানুষকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে দেরি হতে পারে ।
৪. যানবাহন থেকে নির্গত কালো ধোঁয়া পরিবেশকে মারাত্মকভাবে দূষিত করে।
৫. শারীরিক নানা সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।

আমাদের গ্রাম

১। শব্দার্থঃ
সেথা-সেখানে
পাঠশালা-বিদ্যালয়
কিরণ- আলো
আত্মীয়- আপনজন
হেন- এরূপ, এরকম
গুরুজন- সম্মানীয় ব্যক্তি
২। বিপরীত শব্দঃ
ছোট- বড়
প্রাণ- নিষ্প্রাণ
পর- আপন
আলো- অন্ধকার
আত্মীয়- আনাত্মীয়
সকালে- বিকালে

৩। সমার্থক শব্দ-
ঘর- গৃহ
ভাই- ভ্রাতা
প্রাণ- পরান
চাঁদ- চন্দ্র, শশী
রবি- সূর্য, দিনমণি
বায়ু- বাতাস, হাওয়া
ফুল- পুষ্প, কুসুম
গাঁ- গ্রাম ।
৪। যুক্তবর্ণঃ
ত্ম- ত+ম- আত্মীয়, আত্মত্যাগ
৫। প্রশ্নঃ
ক) গাঁয়ের ঘরগুলো দেখতে কেমন?
উত্তরঃ গাঁয়ের ঘরগুলো দেখতে ছোট ছোট ।
খ) সেখানে লোকজন কীভাবে থাকে ?
উত্তরঃ সেখানে লোকজন মিলেমিশে থাকে।
গ) ছেলেমেয়েরা একসাথে কোথায় যায়?
উত্তরঃ ছেলেমেয়েরা একসাথে পাঠশালায় যায় ।
ঘ) গ্রামের গাছপালা দেখলে কী মনে হয়?
উত্তরঃ গ্রামে গাছপালা দেখলে মনে হয় যেন তাঁরা পরম আত্মীয়। একসাথে মিলেমিশে আছে।
ঙ) সকালে গাঁয়ে কী কী ঘটে?
উত্তরঃ সকালে গাঁয়ে পুব দিকে সোনার রবি ওঠে, পাখি ডাকে, বায়ু বয়, নানা ফুল ফোটে।
চ) গ্রামকে মায়ের সমান বলা হয়েছে কেন?
উত্তরঃ মা যেমন আমাদের আদর- স্নেহ দিয়ে বড় করে, তেমনি গ্রামও আলো-বাতাস দিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। তাই গ্রামকে মায়ের সমান বলা হয়েছে।
৬। ক্রিয়াপদের চলিত রূপ পরিবর্তনঃ

সাধু		চলিত
চলিয়া	-	চলে
খাইব	-	খাব
বেড়াইতে	-	বেড়াতে
দেখিলাম	-	দেখলাম
করিল	-	করল
পারিবেন	-	পারবেন
ধরিতেছে	-	ধরছে
হইয়াছিল	-	হয়েছিল
কিনিলেন	-	কিনলেন
মিলিয়া	-	মিলে
থাকিবে	-	থাকবে
চলিতেছে	-	চলছে

কানামাছি ভোঁ ভোঁ

১। শব্দার্থঃ
গ্রীষ্ম- গরমের কাল
মিছেমিছি- কোনো কারণ ছাড়া ।
বনভোজন- চড়ুইভাতি
ঝাঁক- পাখি, মাছি , মাছ, ইত্যাদি দল বা পাল

ছড়া- এক ধরনের ছোট কবিতা ।
শৈশব- ছোটবেলা, শিশুকাল
ছুটি- অবসর।
২। সমার্থক শব্দ-
গ্রাম- গাঁ
মা- মাতা
দিন- দিবস
চোখ- নয়ন
বাবা- পিতা
বন্ধু- মিত্র
৩। বিপরীত শব্দঃ
দিন- রাত
আনন্দ- বেদনা
বন্ধু- শত্রু
বিকালে- সকালে
সময়- অসময়
নিয়ম- অনিয়ম
শুরু- শেষ
শক্ত- নরম
সুন্দর- কুৎসিত
সামনে- পেছনে
অনেক- অল্প
বড়- ছট
আনন্দে- দুঃখে
৪। যুক্তবর্ণঃ
ষ্ম- ষ+ম- গ্রীষ্ম
ন্দ- ন+দ- সুন্দর
ন্ত- ন+ত- শান্ত
ন্ধ- ন+ধ- বন্ধু
ক্ত- ক+ত- শক্ত
গ্র- গ + ্র (র-ফলা)- গ্রাম
৫। বিরাম চিহ্নঃ
*এবার গ্রামে তপু একটা ------------ দুচোখ কাপড় দিয়ে বেঁধে দিল সোমা।
* সোমা রাতুলের চোখের সামনে ----------- সবাই একচোট হেসে উঠল ।
* এরপর শুরু হলো আসল খেলা --------- কেউ দিচ্ছে গায়ে টোকা ।
* এমনি চলতে চলতে হঠাত করে------------ ব্যাস, রাতুলের মুক্তি ।
৬। ক্রিয়া পদের রূপ পরিবর্তনঃ
ক) আমরা কাউকে হিংসা করিব না। [চলিত রূপ]
উত্তরঃ আমরা কাউকে হিংসা করব না ।
খ) কমল বাড়ি যাবে। [বর্তমান রূপ]
উত্তরঃ কমল বাড়ি যায় ।
গ) দীপু বাজার থেকে মাছ কেনে । [ভবিষ্যৎ রূপ]
উত্তরঃ দীপু বাজার থেকে মাছ কিনবে।
ঘ) তপু মামা বাড়ি যায়। [অতীত কাল]
উত্তরঃ তপু মামা বাড়ি গিয়েছিল ।

ঙ) আমি গুরুজনদের কথা মানিব । [চলিত রূপ]
উত্তরঃ আমি গুরুজনের কথা মানব ।
পাঠ্য বইয়ের অনুচ্ছেদঃ
গ্রামের নাম শীতলপুর। তপুর মামাবাড়ি। গ্রামখানি ছবির মত সুন্দর। প্রতিবছর গ্রীষ্মের ছুটিতে তপু মামাবাড়ি যায়। সাথে বাবা, মা আর বড় বোন কান্তা। শহর ছেড়ে দূরে কয়েকটা দিন খুব আনন্দে সময় কাটে। গ্রামে তপু আর কান্তার অনেক বন্ধু। মামাতো ভাইবোন রিতু, সোমা আর জিশান তো আছেই। আরও আছে পাশের বাড়ির কেয়া, কনক, শিহাব, সুবিমল, রাতুল এবং আরো অনেকে। সবাই একসাথে হইচই আর আনন্দে সময় কাটায়। দুপুরে বাগানে মিছিমিছি বনভোজন হয়। বিকেলে হয় খেলা আর রাতে উঠোনে মাদুর পেতে গল্প।
১। প্রদত্ত শব্দগুলোর অর্থ লেখ (যে কোন পাঁচটি) ঃ
গ্রীষ্ম, ছুটি, মিছিমিছি, হইচই, মাদুর, উঠোন, বনভোজন ।
উত্তরঃ গ্রীষ্ম- গরমের কাল।
ছুটি- অবসর
মিছিমিছি-কোনো কারণ ছাড়া ।
হইচই- গোলমাল
মাদুর- তৃণ নির্মিত এক প্রকার পাটি ।
উঠোন- আঙ্গিনা
বনভোজন- চড়ুইভাতি ।
২। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখঃ
ক) তপুর মামাবাড়ি কোথায়? প্রতিবছর তপু কখন মামাবাড়ি যায় ?
উত্তরঃ তপুর মামাবাড়ী শীতলপুর। প্রতিবছর গ্রীষ্মের ছুটিতে তপু মামাবাড়ি যায় ।
খ) তপু মামাবাড়িতে কীভাবে সময় কাটায়? চারটি বাক্যে লেখ।
উত্তরঃ তপুর মামাবাড়িতে অনেক বন্ধু রয়েছে। সবাই একসাথে হইচই আর আনন্দে সময় কাটায় । দুপুরে বাগানে মিছিমিছি বনভোজন হয়। বিকেলে খেলা করে আর রাতে উঠোনে মাদুর পেতে গল্প করে ।
গ) তুমি অবসর সময়ে কীভাবে সময় কাটাও?
চারটি বাক্যে লেখ।
উত্তরঃ আমি অবসর সময়ে যেভাবে সময় কাটাই তা নিচে লেখা হলোঃ

- ঙ গল্পের বই পড়ে সময় কাটাই ।
- ঙ ছবি আঁকি ।
- ঙ বাগানে ফুল গাছের পরিচর্যা করি।
- ঙ মাকে কাজে সাহায্য করি ।

<u>আবেদনপত্র</u>

**. ফুটবল খেলা দেখার জন্য ছুটি চেয়ে প্রধান শিক্ষকের নিকট একটি আবেদনপত্র লেখ।
তারিখঃ ৭/৪/২০২০
বরাবর,
প্রধান শিক্ষক
নারিন্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
নারিন্দা, ঢাকা ।
বিষয়ঃ ফুটবল খেলা দেখার জন্য ছুটির আবেদন ।
জনাব,
বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা আপনার বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীবৃন্দ। আজ নারিন্দা বাজার মাঠে বিকাল ৩ঃ৩০ মিনিটে এক ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা হয়েছে। আমরা সে খেলাটি দেখতে আগ্রহী ।
অতএব, জনাবের নিকট প্রার্থনা, আমরা যাতে উক্ত খেলা দেখতে পারি, সেজন্য আজ টিফিনের পর ছুটি পেতে পারি তার সুযোগ দানে বাধিত করবেন ।
বিনীত নিবেদক
তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষে
মনির হোসেন
রোল নংঃ ০১

মালেকা একাডেমি
গোপালগঞ্জ
স্থাপিত ঃ ২০০৬ খ্রিঃ
মালেকা একাডেমি

চিঠি

ঙ মনে কর তোমার নাম শ্রাবণ। তোমার বন্ধুর নাম অনীক। তোমার বড় বোনের বিয়ে উপলক্ষে তোমার বন্ধুকে বাড়িতে আসার জন্য অনুরোধ জানিয়ে একটি পত্র লেখ।

মোহাম্মদপাড়া, গোপালগঞ্জ
৪/৫/২০২০

প্রিয় অনীক,

শুভেচ্ছা নিও। আশা করি ভালো আছো। আগামী ৭/৫/২০২০ ইং তারিখে আমার বড় বোনের বিবাহের দিন ধার্য করা হয়েছে। তুমি আমাদের বাড়িতে তার আগেই চলে আসবে। বাবা আমাদের দুজনের ওপর অনেক কাজের ভার দিয়েছেন। তুমি এলেই সব কিছু জানতে পারবে। তাই তুমি অবশ্যই আগে চলে আসবে। তোমার বাবা ও মাকে নিয়ে আসবে। তোমার বাবা ও মাকে আমার সালাম জানিয়ো।

আজ আর নয় ।

ইতি
তোমার বন্ধু
শ্রাবণ

প্রেরক, শ্রাবণ ২২/৫, মোহাম্মদপাড়া গোপালগঞ্জ	প্রাপক, অনীক মাহমুদ ১০/৩, পুরানা পল্টন ঢাকা

*মনে কর, তুমি শিমুলতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এর ছাত্র/ছাত্রী।তুমি আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অংশ নিতে চাও। এবার প্রয়োজনীয় তথ্য দ্বারা নিচের ফরমটি পূরণ কর।

প্রতিযোগিতার ফরম

ড শিক্ষার্থীর নামঃ রুমি আক্তার
ড শ্রেণিঃ ৩য়
ড রোলঃ ০১
ড জন্ম তারিখঃ ১২-৩-২০১১
ড যে বিষয়ে প্রতিযোগিতা করতে ইচ্ছুকঃ
ক. দৌড় খ. দীর্ঘ লাফ গ.মোরগ লড়াই

রুমি
তারিখঃ .... শিক্ষার্থীর নাম

রচনা

পাখিদের কথা

সূচনাঃ পাখিরা শান্তির প্রতীক। রোজ সকালে নানা রকম পাখির ডাকে আমাদের ঘুম ভাঙে। ওরা নানা রকম সুরে ডাকাডাকি করে। মনটা খুশিতে ভরে ওঠে। পাখিরা এদেশের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়েছে।
কাকঃ কালো পালকে ঢাকা শরীর তার। কাক কা কা করে ডাকে। এরা খুব চালাক পাখি।
কোকিলঃ কোকিল দেখতে কাকের মতো কালো। কোকিলের সুকণ্ঠ মানুষকে মোহিত করে। বসন্তকালের কোকিল গান গায়।
ময়নাঃ ময়না দেখতে কোকিলের মত কালো। তবে, ঠোঁট হলদে রঙের। এরা সহজে পোষ মানে এবং মানুষের মতো স্পষ্ট ভাষায় কথা বলতে পারে।
বুলবুলিঃ বুলবুলি গানের পাখি। এদের শরীরের রঙ কালো ও খয়েরি মেশানো।
দোয়েলঃ দোয়েল আমাদের জাতীয় পাখি। বসন্তকালে এদের মিষ্টি মধুর গানে প্রকৃতি মুখরিত হয়ে ওঠে।
টুনটুনিঃ ছোট্টপাখি টুনটুনি। এরা বেশ চঞ্চল । এরা ছোট ছোট গাছে নেচে বেড়ায়।
টিয়াঃ টিয়া দেখতে খুব সুন্দর। এদের শরীরের রঙ সবুজ এবং ঠোঁট টুকটুকে লাল। এরা মানুষের মতো কথা বলতে পারে।
বাবুইঃ বাবুইকে শিল্পী পাখি বলা হয়। এরা সুন্দর করে বাসা বুনতে পারে।
শালিকঃ চকচকে বাদামি পালকে ঢাকা শরীর । ঠোঁট ও পা হলুদ রঙের।
মাছরাঙাঃ মাছরাঙা একটি সুন্দর পাখি। পানিতে ঝাঁপ দিয়ে এরা দুই ঠোঁটে মাছ তুলে আনে।
উপসংহারঃ পাখি আমাদের পরিবেশের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে। পাখিদের দ্বারা আমাদের অনেক উপকার হয় । তাই পাখিদের প্রতি আমাদের সব সময় সদয় থাকতে হবে।

আমাদের গ্রাম

সূচনাঃ "আমাদের গ্রামখানি ছবির মতন
মাটির তলায় এর ছড়ানো রতন"
প্রকৃতির অপূর্ব সৌন্দর্যে ভরপুর আমাদের গ্রাম। এর প্রাকৃতিক দৃশ্যবলি নয়ন-মন কেড়ে নেয়। এরকম সবুজে ঘেরা ছোট্ট একটি গ্রামে আমার জন্ম।
অবস্থানঃ আমাদের গ্রামের নাম ভেন্নাবাড়ী। এটি গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া থানার মধুমতি নদীর তীরে অবস্থিত। গ্রামটি উত্তর দক্ষিণে ৩ মাইল দৈর্ঘ্য ও পূর্ব-পশ্চিমে ২ মাইল প্রশস্ত।
গ্রামের জনসংখ্যাঃ আমাদের গ্রামের লোকসংখ্যা প্রায় ৫ হাজার। অধিকাংশ গ্রামবাসী কৃষক। তাছাড়া কামার-কুমার, মৎস্যজীবী ও দিনমজুর রয়েছে। কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত লোক সরকারি চাকরিজীবী। গ্রামের বেশীর ভাগ মানুষ মুসলমান ।
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানঃ আমাদের গ্রামে একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে, দুটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪টি মসজিদ ও একটি মন্দির আছে। এছাড়া আছে ডাকঘর ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স।
ফসলাদিঃ গ্রামের প্রধান ফসল ধান। এছাড়া গম, আখ , পাট প্রভৃতি ফসল জন্মে।
প্রাকৃতিক সৌন্দর্যঃ আমাদের গ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর গ্রামের পাশ দিয়ে মধুমতি নদী বয়ে চলেছে। অসংখ্য পালতোলা নৌকা যাতায়াত করে নদী পথে। বিভিন্ন গাছপালা , পায়ে চলা মেঠোপথ, পাখ-পাখালি গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে বৃদ্ধি করেছে।
উপসংহারঃ গ্রামবাসীরা সুখে শান্তিতে বসবাস করে। আমরা নানা উৎসব, যাত্রা, জারিগান, নৌকাবাইচ ও বিভিন্ন খেলাধূলা উপভোগ করে থাকি। আমাদের গ্রাম আমাদের গর্ব ।

মালেকা একাডেমি
গোপালগঞ্জ
স্থাপিত ঃ ২০০৬ খ্রিঃ

একজন বীরশ্রেষ্ঠ

ভূমিকাঃ বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ। এক সময় এদেশ পরাধীন ছিল। এ থেকে মুক্তির জন্য এদেশের মানুষ যুদ্ধ করেছিল। বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল তাঁদের একজন ।

জন্মঃ মোস্তফা কামাল ১৯৪৭ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ভোলা জেলায় জন্মগ্রহ করেন।

যেভাবে যুদ্ধ করে শহিদ হলেনঃ ৭ই মার্চ ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর ভাষন শুনে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন মোস্তফা কামাল। ১৯৭১ সালের ১৮ই এপ্রিল বেলা এগারোটার দিকে পাকিস্তানী বাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে প্রচন্ড গোলাগুলি হয়। হঠাৎ একটা গুলি এসে বিঁধল এক মুক্তিযোদ্ধার বুকে । মোস্তফা কামাল মেশিনগান থেকে গুলি চালাতে লাগলেন। একে একে নয়জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হলেন। মোস্তফা কামাল সিদ্ধান্ত নিলেন, নিজের জীবন বিপন্ন হলেও সাথী মুক্তিযোদ্ধাদের রক্ষা করবেন। তাই সবাইকে পিছু হটে নিরাপদ জায়গায় যেতে বললেন। তিনি একাই গুলি চালাতে লাগলেন। হঠাৎ শত্রুর একটা গোলার আঘাতে তাঁর শরীর ঝাঁঝরা হয়ে গেল। তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। বাংলাদেশ সরকার তাঁকে সর্বোচ্চ “বীরশ্রেষ্ঠ” খেতাবে ভূষিত করে।

উপসংহারঃ রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়ে তবে এসেছে বাংলার স্বাধীনতা। বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল বুকের তাজা রক্ত ঢেলেছেন এই বন্যায়। তিনি আমাদের গর্ব, আমাদের অহংকার। তাঁর কথা আমরা কোনদিন ভুলব না।

মালেকা একাডেমি গোপালগঞ্জ

Maleka Academy
Gopalganj
Class:Three/Subject:English

Seen passage—About a cat

1. Match the columns correctly.
   a) Morning-------1. wake up
   b) Get up----------2. a four footed small animall
   c) Active----------3. the period from dawn to noon
   d) Clean-----------4. a wild animal
   e) A cat------------5. to remove dirt from something
   -----------------6. engaged in work
2. Read the following sentences carefully and write true or false.

a) A cat gets up early in the morning.
b) A cat catches rats.
c) A cat is a dirty animal.
d) It is lazy in the morning.
e) Sometimes it washes itself.
3. Answer the following questions.
a) When does a cat get up?
b) What does it catch?
c) What kind of animal is a cat?
d) When is it active?
e) Write two sentences about your pet animal.
4. Write a short composition about a cat.

Answer: 1. (a+3), (b+1), (c+6), (d+5), (e+2)
Answer: 2. a) False, b) True, c) False, d) True, e) False
Answer: 3. a) A cat gets up late in the morning. b) It catches rats. c) A cat is a clean animal. d) It is active in the morning. e) My pet animal is a cat. It is white in colour. It likes to eat milk.
Answer: 4. A cat is a domestic animal. It has four legs, two eyes, two ears, a tail and a round head .Its body is covered with soft fur. It gets up late. In the morning, it is slow and lazy. In the afternoon, it is active. It catches rats. It is a quick and clean animal. It likes to eat fish and milk etc. It washes itself everyday. I like the cats very much.

Seen passage—About a crow

1. Match the columns correctly.

a) Look for---------1) fast
b) Live--------------2) reside
c) Food--------------3) often
d) Quick-------------4) things that animals eat to live
e) Sometimes-------5) always
----------------------6) search

2. Read the following sentences carefully and write true or false.
   a) The crow lives in a house.
   b) The crow gets up late in the morning.
   c) The crow is lazy.

d) The crow doesn't eat dirty things.
e) The crow is a common bird of Bangladesh.

3. Answer the following questions.
   a) Where does a crow live?
   b) When does a crow get up?
   c) Why does it fly in the sky?
   d) What does it eat sometimes?
   e) How does it remain all day?
4. Write a short composition about a crow.

Answers: 1. (a+6), (b+2), (c+4), (d+1), (e+3)

2. a) False, b) False, c) False, d) False, e) True

3. a) sA crow lives in a tree.

b) A crow gets up early in the morning.

c) It flies in the sky to look for food.

d) Sometimes it eats dirty things.

e) It remains active all day.

4. A crow

A crow is a common bird of Bangladesh. It lives in a tree. It is black in colour. It gets up early in the morning. It is active all day. It flies in the sky and looks for food. Sometimes it takes food from people. It is very quick. Sometimes it eats dirty things. It is called the sweeper of the environment.

A) : <u>Read the present and the past form of the verbs</u>:

Get—got, Catch—caught, Live—lived, Fly—flew, Look—looked, Take—took, Eat—ate, Circle—circled, Mew—mewed, Croak—croaked, Caw—cawed, Quack—quacked, Bark—barked, Bleat—bleated, Cluck—clucked, Neigh—neighed, Roar—roared, Growl—growled, Moo—mooed, Coo—cooed

B). 1. Turn into negative sentence.

a) I live in a tree.
b) I look for food.
c) I am a boy.
d) A dog barks.
e) A pigeon coos.
f) He cut a cake.
g) She put on her dress.
h) They will go to Dhaka.
i) It may rain today.
j) They are watching TV.

Answers: a) I do not live in a tree. b) I do not look for food. c) I am not a boy. d) A dog does not bark. e) A pigeon does not coo. f) He did not cut a cake. g) She did not put on her dress. h) They will not go to Dhaka. i) It may not rain today. j) They are not watching TV.

B) Turn into interrogattive sentences.

a) I catch rats.
b) They stood here.

c) We drank tea.
d) A cow mooed.
e) She sings a song.
f) We are happy.
g) They have planted trees.
h) The boy was a liar.
i) The girl is active.
j) We should help the poor.

Answers : a) Do I catch rats?
b) Did they stand here?
c) Did we drink tea?
d) Did a cow moo?
e) Does she sing a song?
f) Are we happy?
g) Have they planted trees?
h) Was the boy a liar?
i) Is the girl active?
j) Should we help the poor?

C) <u>Turn into Bangla.</u>

Lazy-অলস, Slow- ধীর, Get up- ঘুম থেকে ওঠা, Active- কর্মঠ, Catch- ধরা, Quick-দ্রুতগামী, Wash- ধৌত করা, Early- তাড়াতাড়ি/শীঘ্রই, Late-দেরি, Clean- পরিষ্কার, Dirty-নোংরা, Sometimes- মাঝে মাঝে, Sky- আকাশ, Look for-খোজ করা,Things- জিনিসপত্র, Pigeon- কবুতর, Cluck- কক কক ডাকা, Neigh- হ্রেষা ধ্বনি করা, Roar- গর্জন করা, Growl- হালুম হালুম ডাকা, Moo- হাম্বা হাম্বা ডাকা, Coo- বাক বাকুম ডাক, Mew- মিউ মিউ ডাকা, Frog- ব্যাঙ, Caw- কা কা ডাকা, Quack- প্যাঁক প্যাঁক ডাকা, Bark-ঘেউ ঘেউ ডাকা, Bleat- ভ্যা ভ্যা ডাকা, Match- মিল করা, Recognize- চিনতে পারা, Familiar- পরিচিত, Take part- অংশ নেওয়া, crook- ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ ডাকা

মালেকা একাডেমি
গোপালগঞ্জ
শ্রেণিঃ তৃতীয়
বিষয়ঃ গণিত (দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার অংশ)

পঞ্চম অধ্যায়-ভাগ (সংক্ষেপে উত্তর দাও)

১. ভাগ কাকে বলে?
উত্তরঃ বিয়োগের সংক্ষিপ্তরূপকে ভাগ বলে।
২. ভাগশেষ সব সময় কী থেকে ছোট হয়?
উত্তরঃ ভাজক থেকে ছোট হয়।
৩. ভাজ্য কাকে বলে?
উত্তরঃ যে সংখ্যাকে ভাজক দিয়ে ভাগ করা হয় তাকে ভাজ্য বলে।
৪. ভাজক কাকে বলে?
উত্তরঃ যে সংখ্যা দিয়ে ভাজ্যকে ভাগ করা হয় তাকে ভাজক বলে।
৫. ভাগফল কাকে বলে?
উত্তরঃ ভাজ্যকে ভাজক দিয়ে ভাগ করে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাকে ভাগফল বলে।
৬. ভাগশেষ কাকে বলে?
উত্তরঃ ভাজ্যকে ভাজক দিয়ে ভাগ করার পর যদি কোনো সংখ্যা অবশিষ্ট থাকে তবে তাকে ভাগশেষ বলে।
৭. নিঃশেষে বিভাজ্য বলতে কী বোঝ?
উত্তরঃ ভাজ্যকে ভাজক দিয়ে ভাগ করার পর যদি কোনো সংখ্যা অবশিষ্ট না থাকে তবে তাকে নিঃশেষে বিভাজ্য বলে।
৮. নিঃশেষে বিভাজ্য নয় বলতে কী বোঝ?
উত্তরঃ ভাজ্যকে ভাজক দিয়ে ভাগ করার পর যদি কোনো সংখ্যা অবশিষ্ট থাকে তবে তাকে নিঃশেষে বিভাজ্য নয় বলে।
৯. ভাগ অংকে কী প্রথমে থাকে?
উত্তরঃ ভাগ অংকে ভাজ্য প্রথমে থাকে
১০. ভাজ্য ও ভাজক স্থান বিনিময় করলে কী হয়?
১১. ভাগফল পরিবর্তন হয়ে যায়।
১২. ভাজ্য = ভাজক × ভাগফল + ক, এখানে 'ক' দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে।
উত্তরঃ 'ক' দ্বারা ভাগশেষ বোঝানো হয়েছে।
১৩. ভাজক ও ভাজ্য সমান হলে ভাগফল কত হবে?
উত্তরঃ ভাগফল ১ হয়।
১৪. কোনো সংখ্যাকে ভাগ করলে ঐ সংখ্যার মান কী হয়?
উত্তরঃ কমে
১৫. ভাজক ও ভাগশেষের মধ্যে সম্পর্ক কী?
উত্তরঃ ভাজক 〉 ভাগশেষ
১৬.ভাগের বিপরীত প্রক্রিয়া প্রতীক কী?
উত্তরঃ ভাগের বিপরীত প্রক্রিয়া প্রতীক গুণ(×)
১৭. কত দ্বারা কোনো সংখ্যাকে ভাগ করা যায় না?
উত্তরঃ ০ দ্বারা
১৮. ০ ÷ ১০= কত?
উত্তরঃ ০
১৯. নিঃশেষে বিভাজ্যের ক্ষেত্রে-

i. ভাগফল= ভাজ্য ÷ভাজক
ii. ভাজ্য= ভাজক × ভাগফল
iii. ভাজক= ভাজ্য ÷ ভাগফল

iv. ২০. নিঃশেষে বিভাজ্য না হলে-

ভাগফল= (ভাজ্য-ভাগশেষ)÷ভাজক

ভাজ্য=(ভাজক×ভাগফল)+ ভাগশেষ

v. ভাজক= (ভাজ্য- ভাগশেষ) ÷ ভাগফল

vi. ভাগশেষ= ভাজ্য-(ভাজক × ভাগফল)

পঞ্চম অধ্যায়-ভাগ

বইয়ের অংকঃ পৃষ্ঠা নং (৬২ ও ৬৩) এর ৫.১ ও ৫.২

১. ২১÷৭=৩
২. ৪২÷৬=৭
৩. ১৪÷২=৭
৪. ৪০÷৫=৮
৫. ৪২÷৭=৬
৬. ১৮÷৩=৬
৭. ৩৬÷৬=৬
৮. ৬৩÷৯=৭
৯. ১৪÷৪= ভাগফল ৩ এবং ভাগশেষ ২।

পৃষ্ঠা - ৬৪

১. তোমার কাছে ১৯টি চকলেট আছে। তুমি যদি তোমার বন্ধুদের প্রত্যেককে ৩টি করে চকলেট বিতরণ কর, তবে কতজন বন্ধু চকলেটগুলো পাবে?

সমাধানঃ

৩টি চকলেট পাবে ১ জন বন্ধু

∴ ১৯টি চকলেট পাবে (১৯÷৩) জন বন্ধু

= ৬, ভাগশেষ ১

∴৬ জন বন্ধু চকলেটগুলো পাবে এবং ১টি চকলেট অবশিষ্ট থাকবে।

ভাগ করঃ

১. ১৪÷৫ = ভাগফল ২, ভাগশেষ ৪।
২. ৩৮÷৪ = ভাগফল ৯, ভাগশেষ ২।
৩. ৫৭÷৯ = ভাগফল ৬, ভাগশেষ ৩।
৪. ১৭÷৩ = ভাগফল ৫, ভাগশেষ ২।

পৃষ্ঠা - ৬৫

২. তোমার কাছে ৫৯টি পেনসিল আছে। তুমি প্রত্যেক শিশুর মধ্যে ৭টি করে পেনসিল বিতরণ কর। কতজন শিশু পেনসিলগুলো পেতে পারে এবং কতটি পেনসিল অবশিষ্ট থাকবে?

সমাধানঃ

৭টি পেনসিল পাবে ১ জন শিশু

∴ ৫৯টি পেনসিল পাবে (৫৯÷৭) জন শিশু

= ৮, ভাগশেষ ৩।

∴৮ জন শিশু পেনসিলগুলো পাবে এবং ৩টি পেনসিল অবশিষ্ট থাকবে।

ভাগ করিঃ

(১) ২) ১৩(৬
১২
১
∴ ভাগফল ৬ এবং ভাগশেষ ১।

(২) ৬) ৪৫(৭
৪২
৩
∴ ভাগফল ৭ এবং ভাগশেষ ৩।

(৩) ৪) ২৭(৬
২৪
৩
∴ ভাগফল ৬ এবং ভাগশেষ ৩।

(৪) ৮) ৬০(৭
৫৬
৪
∴ ভাগফল ৭ এবং ভাগশেষ ৪।

পৃষ্ঠা - ৬৭

৩ ভাগ করিঃ

১. ৪০ ÷ ২ = ২০
২. ৮৪ ÷ ৭ = ১২
৩. ৫১ ÷ ৩ = ১৭
৪. ৯৬ ÷ ৪ = ২৪
৫. ৬৯ ÷ ৪ = ভাগফল ১৭ এবং ভাগশেষ ১।
৬. ৮৫ ÷ ৬ = ভাগফল ১৪ এবং ভাগশেষ ১।

ভাগ করিঃ

(৭) ২) ৬০(৩০
৬
০
০
০
∴ ভাগফল ৩০।

(৯) ৩) ৫৭(১৯
৩
২৭
২৭
০

∴ ভাগফল ১৯।

(১১) ৬) ৯৯(১৬
 ৬
 ৩৯
 ৩৬
 ৩

∴ ভাগফল ১৬ এবং ভাগশেষ ৩।

(১৩) ৩) ৭৬(২৫
 ৬
 ১৬
 ১৫
 ১

∴ ভাগফল ২৫ এবং ভাগশেষ ১।

৪। ৫টি ডিমের দাম ৭৫ টাকা। একটি ডিমের দাম কত?

সমাধানঃ

৫টি ডিমের দাম ৭৫ টাকা

∴ ১টি ডিমের দাম (৭৫ ÷ ৫) টাকা

= ১৫ টাকা

উত্তরঃ ১৫ টাকা।

পৃষ্ঠা - ৬৮(৫.৩)

৬৪৯ টি কাগজ আছে। কাগজগুলো ৫ জন শিক্ষার্থীকে সমানভাগে ভাগ করে দেওয়া হলো। প্রত্যেক শিক্ষার্থী কতটি করে কাগজ পেল?

সমাধানঃ

৫ জন শিক্ষার্থী পাবে ৬৪৯ টি কাগজ

∴ ১ জন শিক্ষার্থী পাবে (৬৪৯ ÷ ৫)টি কাগজ

= ১২৯টি কাগজ,ভাগশেষ ৪

৫)৬৪৯(১২৯
 ৫
 ১৪
 ১০
 ৪৯
 ৪৫
 ৪

∴ ভাগফল ১২৯ এবং ভাগশেষ ৪।

∴ প্রত্যেক শিক্ষার্থী ১২৯টি করে কাগজ পেল এবং ৪টি কাগজ অবশিষ্ট থাকবে।

(১) ৩)৭১৫(২৩৮
৬
১১
৯
২৫
২৪
১

∴ভাগফল ২৩৮ এবং ভাগশেষ ১।

(৩) ৭)৮১৯(১১৭
৭
১১
৭
৪৯
৪৯
০

∴ ভাগফল ১১৭।

পৃষ্ঠা - ৬৯(৫.৪)

২। একটি শ্রেণিতে ৪৫ জন শিক্ষার্থী আছে। প্রতি বেঞ্চে ৫ জন করে শিক্ষার্থী বসতে পারে। তাদের বসার জন্য কয়টি বেঞ্চের প্রয়োজন?

সমাধানঃ

৫ জন শিক্ষার্থীর জন্য প্রয়োজন ১টি বেঞ্চ
∴৪৫ জন শিক্ষার্থীর জন্য প্রয়োজন (৪৫÷৫)টি বেঞ্চ
= ৯টি বেঞ্চ

উত্তরঃ ৯টি বেঞ্চ।

৩। ৪৮টি পেয়ারা ৬ জনের মধ্যে সমানভাগে বিতরণ করা হলো। প্রত্যেকে কয়টি করে পেয়ারা পেল?

সমাধানঃ

৬ জনে পেয়ারা পায় ৪৮টি
∴১ জনে পেয়ারা পায় (৪৮÷৬)টি
= ৮টি

উত্তরঃ ৮টি পেয়ারা।

৪। একটি কলার দাম ৬ টাকা। ৯০ টাকায় ঐরূপ কয়টি কলা কিনতে পারবে?

সমাধানঃ

৬ টাকায় কলা কিনতে পারবে ১টি
∴ ৯০ টাকায় কলা কিনতে পারবে (৯০÷৬) টি
= ১৫টি

উত্তরঃ ১৫ টি কলা।

৫। রেজার ৫৩২ টাকা আছে। যদি একটি ডিমের দাম ৭ টাকা হয়, তবে সে কয়টি ডিম কিনতে পারবে এবং কত টাকা অবশিষ্ট থাকবে?

সমাধানঃ

৭ টাকায় ডিম কিনতে পারবে ১ টি

∴ ৫৩২ টাকায় ডিম কিনতে পারবে(৫৩২÷৭) টি
= ৭৬টি

এখানে,
৭) ৫৩২(৭৬
৪৯
৪২
৪২
০

∴ রেজা ৭৬টি ডিম কিনতে পারবে কিন্তু কোনো টাকা অবশিষ্ট থাকবে না।
উত্তরঃ ৭৬টি ডিম।

৬। ৩৬৫ দিনে এক বছর হয়। এক বছরে কত সপ্তাহ ও কত দিন হবে?

সমাধানঃ
৭ দিন = ১ সপ্তাহ
∴ ৩৬৫ দিন (৩৬৫ ÷ ৭) সপ্তাহ
= ৫২ সপ্তাহ, ১ দিন

এখানে,
৭) ৩৬৫(৫২
৩৫
১৫
১৪
১

∴ এক বছরে ৫২ সপ্তাহ ও ১ দিন।
উত্তরঃ ৫২ সপ্তাহ ও ১ দিন।

সৃজনশীল অংক

১। একটি শ্রেণিতে ৪৫ জন শিক্ষার্থী আছে। প্রতি বেঞ্চে ৫ জন করে বসতে পারে।

(ক) নিঃশেষে বিভাজ্য হলে, ভাজ্য নির্ণয়ের সূত্রটি লিখ।
(খ) তাদের বসার জন্য কয়টি বেঞ্চের প্রয়োজন হবে?
(গ) প্রতি বেঞ্চে যদি ৩ জন করে বসে তবে, কয়টি বেঞ্চের প্রয়োজন হবে?

১ নং সমস্যার সমাধানঃ

(ক) নিঃশেষে বিভাজ্যের ক্ষেত্রে, ভাজ্য= (ভাজক×ভাগফল)

(খ) ৫ জন শিক্ষার্থীর জন্য প্রয়োজন ১টি বেঞ্চ
∴৪৫ জন শিক্ষার্থীর জন্য প্রয়োজন (৪৫÷৫)টি বেঞ্চ
= ৯টি বেঞ্চ

উত্তরঃ ৯টি বেঞ্চ।
(গ)
৩ জন শিক্ষার্থীর জন্য প্রয়োজন ১টি বেঞ্চ
∴৪৫ জন শিক্ষার্থীর জন্য প্রয়োজন (৪৫÷৩) টি বেঞ্চ
= ১৫ টি বেঞ্চ

উত্তরঃ ১৫টি বেঞ্চ।

২। একটি শ্রেণিতে ৪১ জন শিক্ষার্থী আছে। প্রত্যেক বেঞ্চে ৩ জন করে শিক্ষার্থী বসতে পারে।
(ক) নিঃশেষে বিভাজ্য না হলে, ভাজ্য নির্ণয়ের সূত্রটি লিখ।
(খ) তাদের বসার জন্য কয়টি বেঞ্চের প্রয়োজন হবে? এবং কতজন অবশিষ্ট থাকবে?
(গ) শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৫ জন হলে, কয়টি বেঞ্চের প্রয়োজন হবে?

২ নং সমস্যার সমাধানঃ

(ক) নিঃশেষে বিভাজ্যে না হলে, ভাজ্য= (ভাজক$\times$ভাগফল)+ভাগশেষ

(খ) ৩ জন শিক্ষার্থীর জন্য প্রয়োজন ১টি বেঞ্চ
$\therefore$ ৪১ জন শিক্ষার্থীর জন্য প্রয়োজন (৪১$\div$৩)টি বেঞ্চ
= ১৩ টি বেঞ্চ,অবশিষ্ট ২ ।
$\therefore$ ১৩ টি বেঞ্চের প্রয়োজন হবে এবং ২ জন শিক্ষার্থী অবশিষ্ট থাকবে।
উত্তরঃ ১৩ টি বেঞ্চ এবং ২ জন শিক্ষার্থী দাঁড়িয়ে থাকবে।
(গ)
৩ জন শিক্ষার্থীর জন্য প্রয়োজন ১টি বেঞ্চ
$\therefore$ ৪৫ জন শিক্ষার্থীর জন্য প্রয়োজন (৪৫$\div$৩) টি বেঞ্চ
= ১৫ টি বেঞ্চ

উত্তরঃ ১৫টি বেঞ্চ।

৩। ৮৩ টি পেনছিল ও ৭ জন শিক্ষার্থী আছে। যদি তাদেরকে পেনসিলগুলো সমানভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়।
(ক) ভাজ্য, ভাজক ও ভাগফলের সম্পর্ক কী?
(খ) ভাজ্য, ভাজক , ভাগফলের ও ভাগশেষের সম্পর্ক কী?
(গ) প্রত্যেক শিক্ষার্থী কয়টি করে পেনসিল পাবে? কয়টি পেনসিল অবশিষ্ট থাকবে?

৩ নং সমস্যার সমাধানঃ

(ক) ভাজ্য = ভাজক$\times$ভাগফল
(খ) ভাজ্য = (ভাজক $\times$ভগফল) + ভাগশেষ

(গ) ৭ জন শিক্ষার্থী পাবে ৮৩ টি পেনসিল
$\therefore$ ১ জন শিক্ষার্থী পাবে (৮৩$\div$৭) টি পেনসিল
= ১১ টি পেনসিল, অবশিষ্ট ৬টি।

$\therefore$ প্রত্যেক শিক্ষার্থী ১১টি করে পেনসিল পাবে এবং ৬টি পেনসিল অবশিষ্ট থাকবে।

৪। রেজার কাছে ২৪৫ টাকা আছে। যদি একটি ডিমের দাম ৭ টকা হয় তবে,
(ক) ৩৫ টাকায় কয়টি ডিম পাবে?
(খ) ২৪৫ টাকায় রেজা কয়টি ডিম কিনতে পারবে?
(গ) ২৮০ টাকায় কয় হালি ডিম কেনা যাবে?

৪ নং সমস্যার সমাধানঃ

(ক) ৭ টাকায় ডিম কিনতে পারবে ১ টি
$\therefore$ ৩৫ টাকায় ডিম কিনতে পারবে (৩৫$\div$৭) টি
= ৫ টি
উত্তরঃ ৫ টি ডিম।

(খ) ৭ টাকায় ডিম কিনতে পারবে ১ টি
∴ ২৪৫ টাকায় ডিম কিনতে পারবে (২৪৫÷৭) টি
= ৩৫ টি
উত্তরঃ ৩৫ টি ডিম।
(গ) ১ হালি = ৪ টি
১ হালি ডিমের দাম (৭×৪) টাকা
= ২৮ টাকা
এখন,
২৮ টাকায় কেনা যাবে ১ হালি ডিম
∴ ২৮০ টাকায় কেনা যাবে (২৮০ ÷২৮) হালি ডিম
= ১০ হালি ডিম

এখানে,
২৮)২৮০(১০
২৮
০
০
০

৫। শিক্ষক বললেন যে, ৭ দিনে ১ সপ্তাহ এবং ৩০ দিনে এক মাস।
(ক) ৫৬ দিনে কয় সপ্তাহ?
(খ) ২১০ দিনে কয় মাস?
(গ) ১২০ মাসে কত বছর?
(ঘ) ১বছরে কত সপ্তাহ ও কত দিন?

৫ নং সমস্যার সমাধানঃ

(ক) ৭ দিনে ১ সপ্তাহ
∴ ৫৬ দিন = (৫৬÷৭) সপ্তাহ
= ৮ সপ্তাহ

(খ) ৩০ দিনে ১ মাস
∴ ২১০ দিনে (২১০÷৩০) মাস
= ৭ মাস

৩০) ২১০(৭
২১০
০

(গ) ১২ মাসে ১ বছর
∴ ১২০ মাসে (১২০÷১২) বছর
= ১০ বছর
(ঘ) ১ বছর = ৩৬৫ দিন
৭ দিন = ১ সপ্তাহ
∴ ৩৬৫ দিন= (৩৬৫ ÷ ৭) সপ্তাহ
= ৫২ সপ্তাহ, ১ দিন

এখানে,
৭) ৩৬৫(৫২
৩৫
১৫
১৪
১

∴ এক বছরে ৫২ সপ্তাহ ও ১ দিন।
উত্তরঃ ৫২ সপ্তাহ ও ১ দিন।
বিঃদ্রঃ সকল সমাধানের খসড়া করে দেখাতে হবে।

মালেকা একাডেমি
গোপালগঞ্জ
বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়
শ্রেনি ঃ তৃতীয় / অধ্যায় ঃ সাত
অধ্যায় ঃ সাত/ ছোট প্রশ্ন ঃ

১. বায়ু দূষন কাকে বলে?
উত্তর ঃ আতিরিক্ত কলকারখানা ও যানবাহনের কালো ধোয়ায় বায়ুতে যে দূষন হয় তাকে বায়ু দূষণ বলে ।

২. বায়ু দূষণের দুটি কারণ লিখ।
উত্তর ঃ বায়ু দূষণ্যের দুটি কারণ হলো ঃ
ক) কলকারখানা ও যানবাহনের কালো ধোয়া ।
খ) যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেলা।

৩) পানি দূষণের দুটি কারণ লিখ।
উত্তর ঃ পানি দূষণের দুটি কারণ হলো ঃ
ক) পানিতে ময়লা আবর্জনা ফেললে পানি দূষিত হয়।
খ) পুকুরে গরু-ছাগল গোসল করালে পানি দূষিত হয়।

৪) অতিরক্তি শব্দের ফলে কী হয়?
উত্তর ঃ অতিরিক্ত শব্দের ফলে আমাদের শোনার সমস্যা হয়, মাথাব্যথা হয়, ক্লান্তি ও বিরক্তির সৃষ্টি হয়।

৫) কোথায় ময়লা আবর্জনা ফেলা উচিত?
উত্তর ঃ নির্দিষ্ট জায়গায় অর্থাৎ ডাস্টবিনে ময়লা আবর্জনা ফেলা উচিত।

বড় প্রশ্ন ঃ

১) পরিবেশ দূষণ বলতে কী বুঝ? আমাদের পরিবেশ কীভাবে দূষিত হচ্ছে? চারটি বাক্যে লিখ।
উত্তর ঃ যখন বিভিন্ন কারণে পরিবেশের মাটি, পানি , বায়ু দূষিত হয়ে পরিবেশের স্বাভাবিক ভারসাম্য নষ্ট করে এবং জীবনের জন্য ক্ষতিকর হয় তখন তাকে পরিবেশ দূষণ বলে।
আমাদের পরিবেশ দূষণের চারটি কারণ দেওয়া হলোঃ
ক) যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেললে পরিবেশ দূষিত হয়।
খ) খোলা স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করলে পরিবেশ দূষিত হয়।
গ) অপরিকল্পিতভাবে নির্মিত কলকারখানার বর্জ্য নদী ও খাল-বিলের পানিতে মিশে পরিবেশ দূষিত হয়।
ঘ) উচ্চৈঃস্বরে গাড়ির হর্ন ও মাইক বাজানোর ফলে পরিবেশ দূষিত হয়।

২. আমাদের কেন পরিবেশ সংরক্ষণ করা উচিত?
উত্তর ঃ বিভিন্ন কারণবশত যখন পরিবেশ দূষিত হয়, সেই দূষিত পরিবেশের ফলে আমাদের বিভিন্ন ধরনের রোগ হয় । যেমন - পানি দূষণের ফলে ডায়রিয়া ও জন্ডিস হয়, বায়ু দূষণের ফলে শ্বাসকষ্ট হয়, শব্দ দূষণের ফলে মাথা ব্যথা হয়, মোটকথা , পরিবেশ দূষিত হলে সেটি আমাদের জীবনের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়াবে । তাই আমাদের দূষণ রোধ করে পরিবেশ সংরক্ষণ করা উচিত।

২) তোমার এক প্রতিবেশি যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেললে এতে কী সমস্যা হয় বলে তুমি মনে করো? পরিবেশ দূষণ রোধের ৫টি উপায় লেখ।

উত্তর ঃ আমার এক প্রতিবেশি যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেললে এতে পরিবেশ দূষিত হয় বলে আমি মনে করি।
পরিবেশ দূষণ রোধের ৫টি উপায় হল ঃ
ক) যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা না ফেলে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে হবে।
খ) যেখানে সেখানে থুথু ও কফ ফেলা যাবে না।
গ) যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করা যাবে না।
ঘ) সবাই মিলে বাড়ি, রাস্তাঘাট ও খেলার মাঠ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখব।
ঙ) ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন ব্যবহার করব না।

৪. মাটি দূষন কী? মাটি দূষণের ৫ টি ক্ষতিকর দিক উল্লেখ কর।
উত্তর ঃ যখন বিভিন্ন ক্ষতিকর পদার্থ মাটিতে মিশে মাটির স্বাভাবিক গুনাগুন নষ্ট করে এবং উৎপাদন ক্ষমতা কমিয়ে দেয় তখন তাকে মাটি দূষণ বলে। মাটি দূষণের ৫ টি ক্ষতিকর দিক নিচে দেওয়া হল ঃ
ক) জমিতে ফসল কম হয়।

খ) গাছপালা মারা যায়।
গ) মাটির স্বাভাবিক গুনাগুন নষ্ট হয়।
ঘ) মানুষ ও পশুপাখির ক্ষতি হয়।
ঙ) পরিবেশ নষ্ট হয়।

৫. পানি দূষণ বলতে কী বুঝ? পানি দূষণের ৪ টি ক্ষতিকর দিক লিখ।

উত্তর ঃ যখন বিভিন্ন ময়লা আবর্জনা ও ক্ষতিকর বর্জ্য পদার্থ পানিতে মিশে পানির স্বাভাবিক গুনাগুন নষ্ট করে এবং জীবের জন্য ক্ষতিকর হয়, তখন তাকে পানি দূষণ বলে। পানি দূষণের ৪ টি ক্ষতিকর দিক নিচে দেওয়া হল ঃ

ক) দূষিত পানিতে মাছ মারা যায়।
খ) ডায়রিয়া ও জন্ডিসের মত রোগ ছড়ায়।
গ) অপরিষ্কার পানিতে মশা-মাছি জন্মায় ও রোগ জীবাণু ছড়ায়।
ঘ) দূষিত পানিতে ফসলের ক্ষতি হয়।

৬. বায়ু দূষণ কাকে বলে? বায়ু দূষণ রোধের ৫ টি উপায় লিখ।

উত্তর ঃ অতিরিক্ত কলকারখানা ও যানবাহনের কালো ধোঁয়ায় বায়ুতে যে দূষণ হয় তাকে বায়ু দূষণ বলে।
বায়ু দূষণ রোধের ৫ টি উপায় ঃ

ক) যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করা যাবে না।
খ) গাড়ির কালো ধোঁয়া রোধ করতে হবে।
গ) বিড়ি সিগারেট খাওয়া বন্ধ করতে হবে।
ঘ) যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেলা যাবে না।
ঙ) ইটের ভাটার ধোঁয়া রোধ করতে হবে।

৭. শব্দ দূষণ কী? শব্দ দূষণের ৪ টি ক্ষতিকর দিক লিখ।

উত্তর ঃ রাস্তাঘাটে বা যে কোনো জায়গায় জোরে শব্দ করলে আমাদের ক্লান্তি বা বিরক্তির সৃষ্টি করে তখন তাকে শব্দ দূষণ বলে।
শব্দ দূষণের ৪ টি ক্ষতিকর দিক নিচে দেওয়া হলঃ

ক) আমাদের শ্রবণের সমস্যা হয়।
খ) মাথা ব্যথা করে।
গ) রাস্তাঘাটে বা যে কোনো জায়গায় জোরে শব্দ আমাদের ক্লান্ত করে।
ঘ) বিরক্তির সৃষ্টি করে।

৮. বর্জ্য দূষণ বলতে কী বুঝ? বর্জ্য দূষণের ৪ টি ক্ষতিকর দিক লিখ।

উত্তর ঃ যখন যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেললে দুর্গন্ধ ছড়ায় ও রোগ জীবাণু ছড়ায় এবং পরিবেশের স্বাভাবিক ভারসাম্য নষ্ট হয় তখন তাকে বর্জ্য দূষণ বলে।

ক) বর্জ্য দূষণ হলে আমাদের চারপাশের পরিবেশ নষ্ট হয়।
খ) যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেললে দুর্গন্ধ ছড়ায়।
গ) যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ এবং থুথু, কাশি ফেললে রোগ জীবাণু ছড়ায়।
ঘ) কলকারখানার বর্জ্য খালবিল ও নদীর পানিতে মিশে পানি দূষিত।

মালেকা একাডেমি
গোপালগঞ্জ
শ্রেণিঃ তৃতীয়
বিষয়ঃ বিজ্ঞান (দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার অংশ)

বিষয়ঃ বিজ্ঞান

তৃতীয় অধ্যায়- (শূন্যস্থান পূরণ কর)

১. বায়ু পরিবেশের একটি উপাদান।
২. উদ্ভিদ ও প্রাণির বেঁচে থাকার জন্য বায়ু প্রয়োজন।
৩. আমরা বায়ু দেখতে পাই না।
৪. আমরা বুদবুদের মধ্যে বায়ু খুঁজে পাই।
৫. উদ্ভিদ খাদ্য তৈরিতে বায়ু ব্যবহার করে।
৬. মানুষসহ সকল প্রাণী ও উদ্ভিদ শ্বাসকার্যে বায়ু ব্যবহার করে।
৭. মানুষ বিভিন্নভাবে বায়ু ব্যবহার করে।
৮. বায়ুপ্রবাহ উইন্ডমিলের চাকা ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ তৈরিতে সহায়তা করে।
৯. মোমবাতি জ্বলতে থাকার জন্য বায়ু প্রয়োজন।
১০. বাতাসে বিভিন্ন ধরণের গ্যাস রয়েছে।
১১. বায়ুতে থাকা অক্সিজেন গ্যাস কোনো কিছু জ্বলতে সাহায্য করে।
১২. কার্বন ডাইঅক্সাইড কোনো কিছু জ্বলতে সাহায্য করে না।
১৩. অধিকাংশ জীবের বেঁচে থাকর জন্য অক্সিজেন প্রয়োজন।
১৪. উদ্ভিদ খাদ্য তৈরির সময় বায়ুতে অক্সিজেন ছেড়ে দেয়।
১৫. উদ্ভিদের নিজের খাদ্য তৈরি কতে কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রয়োজন।
১৬. সোডা জাতীয় কোমল পানীয় তৈরিতে কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্যবহার করা হয় ।
১৭. উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য যে সার ব্যবহার করা হয় তাতে নাইট্রোজেন থাকে।
১৮. বায়ু দূষণ জীবের জন্য ক্ষতিকর ।
১৯. জীবের দূষণমুক্ত বায়ু প্রয়োজন।
২০. মোটরগাড়ি ও কলকারখানার ধোঁয়া বায়ু দূষিত করে।
২১. সিগারেট খেলে নিজের স্বাস্থের ক্ষতি হয়।
২২. বায়ু দূষণ প্রতিরোধ করে আমরা বায়ু পরিষ্কার রাখতে পারি।
২৩. আমরা খাদ্য থেকেই পুষ্টি পেয়ে থাকি।
২৪. পানি সরাসরি পুষ্টি নয়।
২৫. জীবাণুর কারণে খাবার পচে।
২৬. সব জায়গায় জীবাণু ছড়িয়ে আছে।
২৭. আমাদের দেহ জীবাণু ধ্বংস করতে পারে।
২৮. দূষিত পানি আমাদের রোগ সৃষ্টি করে।
২৯. অনেকে মনে করে দামি খাবারের পুষ্টিমান বেশি।
৩০. ফল খাওয়া স্বাস্থের জন্য ভালো।

ষষ্ঠ অধ্যায়- (শূন্যস্থান পূরণ কর)

১।
(ক) গাড়ির ধোঁয়া বায়ু দূষিত করে।
(খ) বৈদ্যুতিক বাতিতে নাইট্রোজেন ব্যবহার করা হয়।
(গ) আগুন নেভাতে কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্যবহার করা হয়।
(ঘ) গাড়ির চাকায় বায়ু ব্যবহার করা হয়।
(ঙ) পায়ে হেটেঁ বা সাইকেলে চড়ে বায়ু ধুষণ রোধ করা যায়।

২। আমাদের চারপাশে বায়ু আছে এমন তিনটি উদাহরণ দাও।
উত্তরঃ আমাদের চারপাশে বায়ু আছে এমন তিনটি উদাহরণ নিচে দেওয়া হলোঃ
(i) পানির ভেতরে ব্যাগ থেকে বায়ু ছেড়ে দিলে বুদবুদ হয়ে উপরে উঠে আসে।
(ii) হাতপাখার বাতাসে কাগজের টুকরা নড়ে।
(iii) বাতাসে গাছের ডালপালা ও পাতা নড়ে।

৩। বায়ুর চারটি উপাদানের নাম লিখ।
উত্তরঃ বায়ুর চারটি উপাদানের নাম নিচে লিখা হলোঃ
(১) নাইট্রোজেন (২) কার্বন ডাইঅক্সাইড (৩) অক্সিজেন ও (৪) জলীয় বাষ্প
৪। বায়ু দূষণ প্রতিরোধের তিনটি উপায় লিখ।
উত্তরঃ বায়ু দূষণ প্রতিরোধের তিনটি উপায় নিচে লিখা হলোঃ
(i) পায়ে হেঁটে অথবা সাইকেলে চলাচল করে বায়ু দূষণ প্রতিরোধ করা যায়।
(ii) ময়লা আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলে বায়ু দূষণ প্রতিরোধ করা যায়।
(iii) গাড়ির কালো ধোঁয়া রোধ করে বায়ু দূষণ রোধ করা যায়।

বামপাশের বাক্যাংশের সাথে ডানপাশের বাক্যাংশের মিল কর।
(ক) সার- নাইট্রোজেন
(খ) আগুন নেভানো- কার্বন ডাইঅক্সাইড
(গ) প্রাণির শ্বাস-প্রশ্বাস -অক্সিজেন
(ঘ) আলুর চিপসের প্যাকেট- নাইট্রোজেন
(ঙ) সোডা, কোমলপানীয় - কার্বন ডাইঅক্সাইড

সংক্ষেপে উত্তর দাওঃ
(ক) সাইকেল ও গাড়ির চাকায় কী ব্যবহার করা হয়?
উত্তরঃ সাইকেল ও গাড়ির চাকায় বায়ু ব্যবহার করা হয়।
(খ) নৌকার পাল কী ব্যবহার করে পানিতে চলাচল করে?
উত্তরঃ নৌকার পাল বাতাস ব্যবহার করে পানিতে চলাচল করে।
(গ) কী উইন্ডমিলের চাকা ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ তৈরিতে সাহায্য করে?
উত্তরঃ বায়ুপ্রবাহ উইন্ডমিলের চাকা ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ তৈরিতে সাহায্য করে।
(ঘ) বায়ুতে থাকা কোন গ্যাস কোনো কিছু জ্বলতে সাহায্য করে?
উত্তরঃ বায়ুতে থাকা অক্সিজেন গ্যাস কোনো কিছু জ্বলতে সাহায্য করে।
(ঙ) আগুন নেভাতে বায়ুর কোন গ্যাস সহায়তা করে?
উত্তরঃ আগুন নেভাতে বায়ুর কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস সহায়তা করে।
(চ) উদ্ভিদ খাদ্য তৈরির সময় বায়ুতে কোন গ্যাস ছেড়ে দেয়?
উদ্ভিদ খাদ্য তৈরির সময় বায়ুতে অক্সিজেন গ্যাস ছেড়ে দেয়।
(ছ) হাঁপানি বা শ্বাসকষ্টের রোগিকে বায়ুর কোন উপাদান দেওয়া হয়?
উত্তরঃ হাঁপানি বা শ্বাসকষ্টের রোগিকে সরাসরি অক্সিজেন দেওয়া হয়।
(জ) অক্সিজেনের ২টি ব্যবহার লিখ।
উত্তরঃ অক্সিজেনের ২টি ব্যবহার হলোঃ
(i) মানুষ সহ সকল প্রাণী শ্বাসকার্যে অক্সিজেন ব্যবহার করে।
(ii) হাঁপানি বা শ্বাসকষ্টের রোগিকে অক্সিজেন দেওয়া হয়।
(ঝ) উদ্ভিদ তার খাদ্য তৈরিতে বায়ুর কোন উপাদান ব্যবহার করে?
উত্তরঃ উদ্ভিদ তার খাদ্য তৈরিতে বায়ুর কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্যবহার করে।
(ঞ) সোডা জাতীয় কোমল পানীয়তে বায়ুর কোন গ্যাস ব্যবহার করা হয়?
উত্তরঃ সোডা জাতীয় কোমল পানীয়তে বায়ুর কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ব্যবহার করা হয়।

(চ) উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য যে সার ব্যবহার করা হয় তাতে বায়ুর কোন গ্যাস ব্যবহার করা হয়?
উত্তরঃ উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য যে সার ব্যবহার করা হয় তাতে বায়ুর নাইট্রোজেন গ্যাস ব্যবহার করা হয়।
(ছ) বৈদ্যুতিক বাতির বাল্বে বায়ুর কোন উপাদান ব্যবহার করা হয়?
উত্তরঃ বৈদ্যুতিক বাতির বাল্বে বায়ুর নাইট্রোজেন উপাদান ব্যবহার করা হয়।
(জ) বায়ু কীভাবে দূষিত হয়?
উত্তরঃ বিভিন্ন গ্যাস,ধুলা,ধোঁয়া এবং গন্ধ বাতাসে মিশে বায়ু দূষিত হয়।
(ঝ) দূষিত বায়ুর ফলে হয় এমন ২টি রোগের নাম লিখ।
উত্তরঃ দূষিত বায়ুর ফলে হয় এমন ২টি রোগের নাম নিচে লিখা হলোঃ
(i) শ্বাসকষ্ট (ii) হৃদ রোগ

বর্ণনামূলক প্রশ্নঃ

১। বায়ুর তিনটি উপাদানের নাম লিখ এবং নাইট্রোজেনের তিনটি ব্যবহার লিখ।
বায়ুর তিনটি উপাদানের নাম হলোঃ
১.নাইট্রোজেন (২) কার্বন ডাইঅক্সাইড (৩) অক্সিজেন
নাইট্রোজেনের তিনটি ব্যবহার নিচে লিখা হলোঃ
(১) উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য যে সার ব্যবহার করা হয় তাতে নাইট্রোজেন গ্যাস ব্যবহার করা হয়।
(২) বৈদ্যুতিক বাতির বাল্বে নাইট্রোজেন ব্যবহার করা হয়।
(৩) আলুর চিপস জাতীয় খদ্যের প্যাকেটে নাইট্রোজেন ব্যবহার করা হয়।
২। বায়ু কী? এর চারটি ব্যবহার লিখ।
উত্তরঃ বায়ু পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা চোখে দেখা যায় না কিন্তু অনুভব করা যায়।
বায়ুর ৪টি ব্যবহার নিচে লিখা হলোঃ
(i) সাইকেল ও গাড়ির চাকায় বায়ু ব্যবহার করা হয়।
(ii) বায়ু ব্যবহার করে নৌকা চলে ।
(iii) গরম লাগলে আমরা শরীর ঠাণ্ডা করতে বায়ু ব্যবহার করি।
(iv) বায়ুপ্রবাহ উইন্ডমিলের চাকা ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ তৈরিতে সহায়তা করে।
৩। নিঃশ্বাসের সাথে আমরা বায়ুর কোন উপাদানটি ত্যাগ করি? কার্বন ডাইঅক্সাইড এর ৩টি ব্যবহার লিখ।
উত্তরঃ নিঃশ্বাসের সাথে আমরা বায়ুর কার্বন ডাইঅক্সাইড উপাদানটি ত্যাগ করি।
কার্বন ডাইঅক্সাইড এর ৪টি ব্যবহার নিচে লেখা হলোঃ
(i) উদ্ভিদ তার নিজের খাদ্য তৈরিতে কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্যবহার করে।
(ii) আগুন নেভানোর যন্ত্রে কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্যবহার করা হয়।
(iii) সোডা জাতীয় কোমল পানীয় তৈরিতে কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্যবহার করা হয়।

৪। বায়ু দূষণের ফলে সৃষ্ট ২টি রোগের নাম লিখ। বায়ুর চারটি ব্যবহার লিখ।
উত্তরঃ বায়ু দূষণের ফলে সৃষ্ট ২টি রোগের নাম হলোঃ
(i) শ্বাসকষ্ট (ii) হৃদ রোগ
বায়ু দূষণের চারটি কারণ নিচে লিখা হলোঃ
(i) মোটরগাড়ি ও কলকারখানার কালো ধোঁয়া বায়ু দূষিত করে।
(ii) আগুনের ছাঁই ও ধোঁয়া বায়ু দূষিত করে।
(iii) সিগারেটের ধোঁয়া বায়ু দূষিত করে।
(iv) যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেললে বায়ু দূষিত হয়।

সপ্তম অধ্যায়- খাদ্য (শূন্যস্থান পূরণ কর)

(ক) দেহের বৃদ্ধি ও বেঁচে থাকার জন্য আমাদের খাদ্য প্রয়োজন।

(খ) সবজিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিনও খনিজ লবণ থাকে।
(গ) আমাদের খাদ্যের প্রধান উপাদানগুলো হচ্ছে আমিষ, শর্করা এবং চর্বি।
(ঘ) দেহের প্রয়োজনীয় উপাদান সুষম খাদ্যে পাওয়া যায়।

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ
(ক) ফল ও সবজি আমাদের কেন খাওয়া প্রয়োজন?
উত্তরঃ ফল ও সবজিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও খনিজ লবণ থাকে। স্বাস্থ্য ভালো রাখা এবং রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ফল খাওয়া প্রয়োজন। নিয়মিত সবজি খেলে অনেক অসুখ বিসুখ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। তাই আমাদের ফল ও সবজি খাওয়া প্রয়োজন।

(খ) ভিটামিন আমাদের দেহে কী কাজ করে?
উত্তরঃ ভিটামিন আমাদের দেহ কর্মক্ষম রাখে এবং বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষা করে।
(গ) সুষম খাদ্য কেন গ্রহণ করতে হয়?
উত্তরঃ সুষম খাদ্যে আমাদের দেহের প্রয়োজনীয় সকল উপাদান পরিমাণমতো থাকে। বিভিন্ন ধরণের খাবার এর সমন্বয়ে সুষম খাদ্য তৈরি হয়। এ খাদ্যে আমিষ,শর্করা,চর্বি,ভিটামিন ও খনিজ লবণ প্রয়োজনীয় পরিমাণে থাকে। তাই আমাদের দেহ সুস্থ রাখার জন্য সুষম খাদ্য প্রয়োজন।
৪। খাদ্য সংরক্ষণের ২টি উপায় লেখ।
উত্তরঃ খাদ্য সংরক্ষণের ২টি উপায় হলোঃ
(i) খাদ্যকে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা যায়।
(ii) বোতলজাত করে খাদ্য সংরক্ষণ করা যায়।
৫। পুষ্টি কী ব্যাখ্যা কর।
উত্তরঃ পুষ্টি কী তা নিচে ব্যাখ্যা করা হলোঃ
পুষ্টি হলো জীবদেহের বৃদ্ধি ও বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপাদান। আমরা খাদ্য থেকে পুষ্টি পেয়ে থাকি। আমাদের খাদ্যে আমিষ,শর্করা এবং চর্বি হচ্ছে প্রধান উপাদান। এছাড়া ও ভিটামিন ও খনিজ লবণ। আমাদের দেহ এ উপাদানগুলো খাদ্য থেকে গ্রহণ করে থাকে।
৬। তিনটি বারোমাসি ফলের নাম লিখ।
উত্তরঃ তিনটি বারোমাসি ফলের নাম হলোঃ
পেঁপে,কলা ও নারিকেল।

সপ্তম অধ্যায়- খাদ্য (সংক্ষেপে উত্তর দাও)

পৃষ্ঠা (৪৩-৫২)
১. প্রাণী থেকে পেয়ে থাকি এমন কয়েকটি খাদ্যের নাম লিখ।
উত্তরঃ প্রাণী থেকে পেয়ে থাকি এমন কয়েকটি খাদ্যের নাম হলো-
গরুর মাংস,মুরগির মাংস,মাছ,ডিম,দুধ,ঘি,মাখন ইত্যাদি।
২. উদ্ভিদ থেকে পেয়ে থাকি এমন কয়েকটি খাদ্যের নাম লিখ।
উত্তরঃ উদ্ভিদ থেকে পেয়ে থাকি এমন কয়েকটি খাদ্যের নাম হলো-
ভাত,আলু রুটি, শাকসবজি,ফল ইত্যাদি।
৩. খাদ্য আমাদের কীভাবে সাহায্য করে?
উত্তরঃ খাদ্য আমাদের বৃদ্ধি এবং কাজ করার প্রয়োজনীয় শক্তি দিয়ে সাহায্য করে।
৪. পুষ্টি কী?
৫. উত্তরঃ পুষ্টি হলো জীবদেহের বৃদ্ধি ও বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপাদান। আমরা খাদ্য থেকে পুষ্টি পেয়ে থাকি।
৬. প্রধান পুষ্টি উপাদান কয়টি ও কী কী?
উত্তরঃ প্রধান পুষ্টি উপাদান ৩টি। যথাঃ
আমিষ, চর্বি ও শর্করা
৭.আমিষ জাতীয় খাদ্যের কাজ কী?
উত্তরঃ আমিষ আমাদের দেহ গঠন করে। দেহের মাংসপেশির ক্ষয়পূরণ করে। রক্ত তৈরি এবং রক্ষণাবেক্ষণে আমিষ প্রয়োজন।

৮.পাঁচটি আমিষ জাতীয় খাদ্যের নাম লিখ।
উত্তরঃ পাঁচটি আমিষ জাতীয় খাদ্যের নাম হলোঃ
মাছ,মাংস,ডিম,ডাল ও শিমের বিচি।
৯.শর্করার কাজ কী?
উত্তরঃ কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি আমরা শর্করা হতে পেয়ে থাকি।
১০. পাঁচটি শর্করা জাতীয় খাদ্যের নাম লিখ।
উত্তরঃ পাঁচটি শর্করা জাতীয় খাদ্যের নাম হলোঃ
ধান, গম,ভুট্টা , চিনি ও আলু
১১. চর্বি জাতীয় খাদ্যের কাজ কী?
উত্তরঃ চর্বি জাতীয় খাদ্য আমাদের শক্তি যোগায় এবং দেহ গরম রাখে। আমাদের দেহ গঠনে ও চর্বি প্রয়োজন।
১২। পাঁচটি চর্বি জাতীয় খাদ্যের নাম লিখ।
উত্তরঃ পাঁচটি চর্বি জাতীয় খাদ্যের নাম হলোঃ দুধ, ঘি,মাখন,সয়াবিন তেল ও নারিকেল তেল।
১৩. ভিটামিন ও খনিজ লবণের কাজ কী?
উত্তরঃ ভিটামিন ও খনিজ লবণ আমাদের দেহ কর্মক্ষম ও সুস্থ রাখে। আমাদের বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষা করে।
১৪। কোন কোন খাবারে ভিটামিন ও খনিজ লবণ আছে?
উত্তরঃ ফল ও শাকসবজিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও খনিজ লবণ আছে।
১৫. পানির কাজ কী?
উত্তরঃ খাদ্য হজম এবং দেহে শোষণের জন্য পরিমাণমতো নিরাপদ পানি পান করা প্রয়োজন।
১৬. সুষম খাদ্য কী?
উত্তরঃ যে খাদ্যে আমাদের দেহের প্রয়োজনীয় সকল উপাদান পরিমাণমতো থাকে তাকে সুষম খাদ্য বলে।
১৭.সুষম খাদ্যের কাজ কী?
উত্তরঃ সুষম খাদ্য আমাদের সুস্থ রাখে এবং শক্তিশালী করে। দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটায় এবং রোগের আক্রমণ কমায়।
১৮. মৌসুম অনুযায়ী ফলকে কয়ভাগে ভাগ করা হয়েছে?
উত্তরঃ মৌসুম অনুযায়ী ফলকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে । যথাঃ
(i) গ্রীষ্মকালীন ফল।
(ii) শীতকালীন ফল।
(iii) বারোমাসি ফল।
১৯। পাঁচটি গ্রীষ্মকালীন ফলের নাম লিখ।
উত্তরঃ পাঁচটি গ্রীষ্মকালীন ফলের নাম হলো- আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল ও বেল।
২০। তিনটি শীতকালীন ফলের নাম লিখ।
উত্তরঃ তিনটি শীতকালীন ফলের নাম হলো- কমলা,জলপাই, বরই
২১। তিনটি বারোমাসি ফলের নাম লিখ।
উত্তরঃ তিনটি বারোমাসি ফলের নাম হলোঃ পেঁপে, কলা এবং নারিকেল।
২২. ৫টি গ্রীষ্মকালীন সবজির নাম লিখ।
উত্তরঃ ৫টি গ্রীষ্মকালীন সবজির নাম হলোঃ পটোল, করলা, ঢেঁড়স, ঝিঙ্গা ও ধুন্দল।

সপ্তম অধ্যায়- খাদ্য (বর্ণনামূলক প্রশ্ন)

১। প্রধান তিনটি পুষ্টি উপাদানের নাম লিখ। আমিষ ও শর্করা সম্পর্কে বর্ণনা কর।
উত্তরঃ প্রধান তিনটি পুষ্টি উপাদানের নাম হলোঃ আমিষ, শর্করা এবং চর্বি।
আমিষঃ আমিষ আমাদের দেহ গঠন করে। দেহের মাংসপেশির ক্ষয়পূরণ করে। রক্ত তৈরি এবং রক্ষণাবেক্ষণে আমিষ প্রয়োজন। মাছ,মাংস,ডিম,ডাল ও শিমের বিচিতে প্রচুর পরিমাণে আমিষ আছে।

শর্করাঃ কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি আমরা শর্করা হতে পেয়ে থাকি। ধান, গম,ভুট্টা , চিনি ও আলুতে প্রচুর পরিমণে শর্করা আছে।

২। চর্বি জাতীয় ৪টি খাদ্যের নাম লিখ। চর্বির তিনটি কাজ লিখ।
উত্তরঃ চর্বি জাতীয় ৪টি খাদ্যের নাম হলোঃ দুধ,ঘি,মাখন,সয়াবিন তেল।
চর্বির তিনটি কাজ হলোঃ
১. চর্বি আমাদের শক্তি যোগায়।
২. চর্বি আমাদের দেহ গরম রাখে।
৩. আমাদের দেহ গঠনে ও চর্বির প্রয়োজন।

৩। সুষম খাদ্য কী? সুষম খাদ্যের উপকারিতা সম্পর্কে ৪টি বাক্য লিখ।
উত্তরঃ যে খাদ্যে আমাদের দেহের প্রয়োজনীয় সকল উপাদান পরিমাণমতো থাকে তাকে সুষম খাদ্য বলে।
সুষম খাদ্যের উপকারীতা সম্পর্কে ৪টি বাক্য নিচে লিখা হলোঃ
১.সুষম খাদ্য আমাদের সুস্থ রাখে।
২. শক্তিশালী করে।
৩. দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটায়।
৪. রোগের আক্রমণ কমায়।

৪। কোন কোন খাবারে ভিটামিন ও খনিজ লবণ থাকে? ভিটামিন ও খনিজ লবণের ৩টি কাজ লিখ।
উত্তরঃ ফল ও শাকসবজিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও খনিজ লবণ থাকে।
ভিটামিন ও খনিজ লবণের তিনটি কাজ নিচে লিখা হলোঃ
১.ভিটামিন ও খনিজ লবণ আমাদের দেহ কর্মক্ষম রাখে।
২. ভিটামিন ও খনিজ লবণ আমাদের দেহ সুস্থ রাখে।
৩. ভিটামিন ও খনিজ লবণ আমাদের বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষা করে।

৫। খাদ্য সংরক্ষণ করা উচিৎ কেন তা ৬টি বাক্যে লিখ।
উত্তরঃ খাদ্য সংরক্ষণ করা উচিৎ কেন তা ৬টি বাক্যে নিচে লিখা হলোঃ
শরীরের বৃদ্ধি ও বেঁচে থাকার জন্য আমরা নানা রকমের খাবার খাই।ভালো তাজা খাবার আমাদের স্বাস্থ্য ভালো রাখে ও শক্তি যোগায়। আবার বাসি- পচা খাবার আমাদের অসুস্থ ও দুর্বল করে। পোকামাকড় ও জীবাণু খাদ্যে মিশে গেলে খাবার নষ্ট হয়। জীবাণুর কারণে খাবার পচে। খাদ্য যাতে নষ্ট না হয় সে জন্য খাদ্য সংরক্ষণ করা উচিত।
৬। খাদ্য কেন নষ্ট হয়? কীসের মাধ্যমে খাদ্যকে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করা যায়।খাদ্য সংরক্ষণের তিনটি উপায় লিখ।
উত্তরঃ পোকামাকড় ও জীবাণু খাদ্যে মিশে গেলে খাদ্য নষ্ট হয়। জীবাণুর কারণে খাবার পচে।
খাদ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে খাদ্য নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করা যায়।
নিচে খাদ্য সংরক্ষণের ৩টি উপায় লেখা হলোঃ
১. শুকিয়েঃ রোদে অথবা চুলার আগুনে শুকিয়ে খাদ্য সংরক্ষণ করা যায়।
অনেক রকমের খাদ্য যেমনঃ- ফল, সবজি,মাছ,মাংস,শস্য এবং ডাল শুকিয়ে সংরক্ষণ করা হয়।
২. বোতলজাত বা টিনজাত করেঃ খাদ্যদ্রব্য নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট সময় ধরে উত্তপ্ত করে বোতলে ভরে খাদ্য সংরক্ষণ করা যায়।
৩. রিফ্রিজারেটরেঃ রিফ্রিজারেটর হচ্ছে এক ধরণের প্রক্রিয়া যেখানে ঠাণ্ডায় খাদ্য সংরক্ষণ করা হয়।

মালেকা একাডেমি
গোপালগঞ্জ
শ্রেণি-তৃতীয়
বিষয়-ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা
তৃতীয় অধ্যায় (আখলাক) (পৃষ্ঠা নং ২৮-৩৩)

১। সংক্ষেপে উত্তর দাওঃ

১।পৃথিবীতে আমাদের সবচেয়ে আপনজন কে?
উত্তরঃ পৃথিবীতে আমাদের সবচেয়ে আপনজন আব্বা,আম্মা।

২।কার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি?
উত্তরঃ পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি।

৩।কার পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত?
উত্তরঃ মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত।

৪। মহানবি(স) বৃদ্ধা মহিলাকে কী বিছিয়ে দিলেন?
উত্তরঃ মহানবি বৃদ্ধা মহিলাকে চাদর বিছিয়ে দিলেন।

৫। বৃদ্ধা মহিলাকে কে?
উত্তরঃ বৃদ্ধা মহিলাকে মহানবি (স) এর দুধ মা ।

৬।মহানবি (স) এর দুধ মায়ের নাম কী?
উত্তরঃ মহানবি (স) এর দুধ মায়ের নাম বিবি হালিমা।

৭।আব্বা-আম্মা খুশি থাকলে কী লাভ হয়?
উত্তরঃ আব্বা-আম্মা খুশি থাকলে জান্নাত লাভ হয়।

৮।আব্বা-আম্মার জন্য কী দোয়া করব?
উত্তরঃ আব্বা-আম্মার জন্য দোয়া করব-রাব্বিরহামহুমা কামা রাব্বাইয়ানী সাগীরা।

৯।সহপাঠী কাকে বলে?
উত্তরঃ একসাথে একই শ্রেণিতে যারা পড়ে তাদেরকে সহপাঠী বলে।

১০।সহপাঠীর অসুখ হলে কী করব?
উত্তরঃ সহপাঠীর অসুখ হলে দেখতে যাব, সেবাযত্ন করব।

১১।সালাম দেওয়ার জন্য কী বলতে হয়?
উত্তরঃ সালাম দেওয়ার জন্য বলতে হয়-আসসালামু আলাইকুম।

১২।সালাম বিনিময়ের বাক্যটি লেখ।
উত্তরঃ সালাম বিনিময়ের বাক্যটি হলো-ওয়া আলাইকুমুস সালাম।

১৩।সালাম সম্পর্কে মহানবি (স) কী বলেছেন?
উত্তরঃ সালাম সম্পর্কে মহানবি (স) বলেছেন-"যে আগে সালাম দেবে,সে বেশি সওয়াব পাবে"।

১৪।মেহমান কারা?
উত্তরঃ যারা আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসেন তাঁরা হলেন মেহমান।

১৫।মেজবান কারা?
উত্তরঃ যাদের বাড়িতে মেহমান বেড়াতে আসেন তাঁরা হলেন মেজবান।

১৬।মেহমান সম্পর্কে মহানবি (স) কী বলেছেন?
উত্তরঃ।মেহমান সম্পর্কে মহানবি (স) বলেছেন- যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে ইমান রাখে সে যেন মেহমানকে সম্মান করে।

১৭।ইহুদি লোকটি ভুলে কী রেখে গেলেন?
উত্তরঃ ইহুদি লোকটি ভুলে নিজের তরবারিটি রেখে গেলেন।

১৮।মহানবি (স) ইহুদি লোকটিকে দেখে খুশি হয়ে কী বললেন?
উত্তরঃ মহানবি (স) ইহুদি লোকটিকে দেখে খুশি হয়ে বললেন-"ভাই ,রাতে তোমার খুব কষ্ট হয়েছে।তুমি আমাকে ক্ষমা কর"।

১৯।ইহুদি লোকটি কীভাবে মুসলমান হলো?
উত্তরঃ মহানবি (স) এর সুন্দর ব্যবহারে লোকটি মুগ্ধ হলো।খুশি হলো ও ইমান আনলো।আর মুসলমান হয়ে গেল।

২০।আব্বা-আম্মা সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা কী বলেছেন?
উত্তরঃ আব্বা-আম্মা সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা বলেন,"তোমরা আব্বা-আম্মার সাথে ভালো ব্যবহার করবে"।

২। শূন্যস্থান পূরণ করঃ

১ ।আব্বা-আম্মা আমাদের সবচেয়ে আপনজন ।
২। পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি ।
৩ ।মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত ।
৪ ।আমরা সকলে একে অপরের সহপাঠী ।
৫ ।আমরা সকলে একসাথে মিলেমিশে থাকব ।
৬ ।কোনো মুসলিমের সাথে দেখা হলে সালাম দিতে হয় ।
৭ ।সালাম শুনলে সালামের জওয়াব দিতে হয় ।
৮। যারা আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসেন তাঁরা হলেন মেহমান ।
৯। ইহুদি লোকটি ভুলে নিজের তরবারিটি রেখে গেলেন ।
১০ ।মেহমানের সাথে ভালো ব্যবহার করলে মেহমান খুশি হয় ।
১১ ।মেহমান বাড়িতে আসলে প্রথমে সালাম দেব ।
১২ ।সহপাঠী অর্থ পড়ার সাথী ।
১৩। সালাম অর্থ শান্তি ।
১৪ ।সালাম হলো শান্তির জন্য দোয়া করা ।
১৫ ।সালাম দেওয়া সুন্নত ।
১৬ ।সালামের জওয়াব দেওয়া ওয়াজিব ।
১৭। যে আগে সালাম দেবে,সে বেশি সওয়াব পাবে ।
১৮ ।মহানবি(স) বৃদ্ধাকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন ।
১৯ ।আল্লাহতায়ালা আমাদের আব্বা-আম্মার জন্য দোয়া করতে বললেন ।
২০। আব্বা-আম্মা সন্তুষ্ট থাকলে আমরা জান্নাত পাব ।

৩। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ।

১ ।আমরা আব্বা-আম্মার সাথে কীরূপ ব্যবহার করব?

উত্তরঃ আব্বা-আম্মা আমাদের সবচেয়ে আপনজন ।তারা অনেক কষ্ট করে,যত্ন করে আমাদের লালন পালন করেন। কাজেই আমরা আব্বা-আম্মার কথা শুনব ।আব্বা-আম্মাকে আমরা সম্মান করব ।সালাম দেব ।আদেশ মেনে চলব ।সেবা করব ।বিনয়ের সাথে কথা বলব ।আব্বা-আম্মার সাথে আমরা ঝগড়া করব না ।রাগারাগি করব না ।ধমক দেব না ।কষ্ট দেব না ।তাদের সাথে সবসময় ভালো ব্যবহার করব ।তাদের সর্বদা খুশি রাখব ।তাহলে আল্লাহ খুশি হবেন ।

২ ।সহপাঠীদের সাথে ভালো ব্যবহারের উপকারীতা কী?

উত্তরঃ সহপাঠীদের সাথে আমরা সবসময় ভালো ব্যবহার করব। তাদের সাথে আমরা ঝগড়া করব না। মারামারি করব না। সহপাঠীরা সকলে একসাথে মিলেমিশে থাকব। তাহলে শিক্ষকগণ খুশি থাকবেন ।আব্বা-আম্মাও খুশি থাকবেন ।পরিবেশ সুন্দর হবে ।আল্লাহ খুশি হবেন ।সকলে ভালোবাসবেন ।আদর করবেন ।

৩। সালাম দেওয়া-নেওয়ার নিয়ম লেখ ।

উত্তরঃ সালাম হলো শান্তির জন্য দোয়া করা। সালাম দেওয়া সুন্নত ।আর সালামের জওয়াব দেওয়া ওয়াজিব। সালাম দেওয়া - নেওয়ার নিয়ম হলো-একজন মুসলমান অন্য মুসলমানের সাথে দেখা হলে প্রথমে“আসসালামু আলাইকুম” বলে সালাম দিবেন ।সালাম শুনলে সালামের জওয়াব দিতে হয় ।সালামের জওয়াবে বলতে হয়“ ওয়া আলাইকুমুস সালাম” ।যে আগে সালাম দেবে,সে বেশি সওয়াব পাবে। চেনা অচেনা সকল মুসলিমকে সালাম দিতে হয় ।ছোট বড় সকলকে সালাম দেবে। এটাই সালাম দেওয়া-নেওয়ার সুন্দর নিয়ম ।

৪। মেহমানের সাথে ভালো ব্যবহার সম্পর্কে মহানবি (স) কী বলেছেন?

উত্তরঃ মেহমানের সাথে ভালো ব্যবহার করলে মেহমান খুশি হয় । মেজবানের সুনাম বাড়ে। মেজবান ও মেহমানের মধ্যে ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এতে আল্লাহ খুশি হন । মহানবি (স) বলেছেন - যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে ইমান রাখে, সে যেন মেহমানকে সম্মান করে।

৫। মেহমানের সাথে কীরূপ ব্যবহার করতে হয় ?

উত্তরঃ মেহমান বাড়িতে আসলে প্রথমে সালাম দিব। তারপর বসতে দেব। সেবাযত্ন করবো । সম্মান করবো। হাসিমুখে কথা বলব। একসাথে বসে আহার করবো । আনন্দ প্রকাশ করবো । ভালো ব্যবহার করবো ।

৬। সহপাঠীদের সাথে আমরা কেমন ব্যবহার করবো ?

উত্তরঃ সহপাঠী অর্থ পড়ার সাথী। আমরা সহপাঠীদের সাথে ভালো ব্যবহার করব। পড়া জানতে চাইলে পড়া বলে দিব। একে অপরকে সাহায্য করবো । বিপদে এগিয়ে আসব । দেখা হলে সালাম দেব। একসাথে খেলা করবো ।

বিষয়- হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

মালেকা একাডেমি

গোপালগঞ্জ

শ্রেণি ঃ ৩য়

হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (২য় মাসিক পরিক্ষার পড়া)

ক) শূন্যস্থান পূরণ ঃ

১. সত্যকথা বলা ও সৎ পথে চলাকে সততা বলে।

২. যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধনদের অস্ত্রগুরু ছিলেন দ্রোণাচার্য ।

৩. যুদ্ধক্ষেত্রেও তিনি ভদ্রতা দেখাতে ভোলেন নি।

৪. নিজে আগে সুযোগ না নিয়ে অন্যকে সুযোগ দেওয়াকে অগ্রাধিকার বলে।

৫. অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ফলে মানুষ সহনশীল হয়।

৬. অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া একটি নৈতিক গুণ।

৭. নম্রতা কথাটি আমাদের আচার আচরনের সাথে যুক্ত।

৮. নম্র আচরণ সম্মান বাড়ায়।

৯. চলনে বলনে, সাজে পোশাকে ভদ্রতা প্রকাশ পায়।

১০. সৎ ব্যক্তিদের সকলেই সম্মান ও পছন্দ করে।

১১. কাঠুরের নিজের কুঠারটি ছিল লোহার তৈরি।

১২. কাঠুরে রুপার ও সোনার কুঠার না নিয়ে সততার পরিচয় দিয়েছিল।

১৩. কাঠুরের গল্প অনুসরণ করে আমরাও সৎ হব।

১৪. একদিন কাঠুরে বনে গেল কাঠ কাটতে।

১৫. জলদেবতা জলে নেমে পুনরায় উঠে এলেন।

খ) ছোট প্রশ্ন ঃ

১. নম্রতা বলতে কী বোঝ?

উত্তর ঃ স্বভাব ও আচরণে বিনয় ভাব প্রকাশ করাকে 'নম্রতা' বলে।

২.ভদ্র আচরণ প্রকাশের উপায় লেখ।

উত্তর ঃ ভদ্রতা হচ্ছে মঙ্গলকর বা ভালো আচরণ, চলনে-বলনে, সাজে-পোশাকে ভদ্রতা প্রকাশ পায়।

৩.অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া কথাটির অর্থ কী?

উত্তর ঃ অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া কথাটির মানে হচ্ছে সমাজে সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে নিজে আগে-ভাগে তা না নেওয়া। অন্যকে সুযোগ সুবিধা নিতে এগিয়ে দেওয়া।

৪. যুধিষ্ঠির কোথায় এবং কার কাছে গিয়ে নম্রতা প্রকাশ করেছিলেন?

উত্তর ঃ যুদ্ধক্ষেত্রে যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্ম এবং অস্ত্রগুরু দ্রণের কাছে গিয়ে নম্রতা প্রকাশ করেছিলেন।

৫.তৃণের মতো নিচু হও- কথাটি কে বলেছেন?

উত্তর ঃ তৃণের মতো নিচু হও- কথাটি বলেছেন শ্রীচৈতন্যদেব।

৬. আমাদের জীবনকে সুন্দর করে তুলব কীভাবে?

উত্তর ঃ নম্র আচরণের মাধ্যমে আমরা আমাদের জীবনকে সুন্দর করে তুলব।

৭. সততা কাকে বলে?

উত্তর ঃ সদা সত্য কথা বলা ও সৎ পথে চলাকে বলে সততা।

৮. সততার সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক কী?

উত্তর ঃ সততা ধর্মের অঙ্গ এবং একটি নৈতিক গুণ। সৎ ব্যক্তিদের সবাই পছন্দ করে। তাই সততার সাথে ধর্মের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়।

৯. কাঠুরে কীভাবে সংসার চালাত?

উত্তর ঃ কাঠুরে কাঠ কেটে সেই কাঠ বাজারে বিক্রি করে সংসার চালাত।

১০. নদী থেকে কে উঠে এসেছিলেন?

উত্তর ঃ নদী থেকে জলদেবতা উঠে এসেছিলেন।

১১. জলদেবতা কাঠুরের সততায় মুগ্ধ হয়ে তিনটি কুঠারই দিয়ে দিয়েছিলেন।

১২. কাঠুরের কুঠারটি কিসের তৈরি ছিল?

উত্তর ঃ কাঠুরের কুঠারটি লোহার তৈরি ছিল।

১৩. নম্রতা কথাটির অর্থ কী?

উত্তর ঃ নম্রতা কথাটির অর্থ যা নোয়ানো যায় ।তার মানে যা কঠিন নয়, কোমল ।

১৪. যুধিষ্ঠিরকে ভীষ্ম কী বলে আশীর্বাদ করলেন?

উত্তর ঃ যুধিষ্ঠিরকে ভীষ্ম ‘বিজয়ী হও’ বলে আশীর্বাদ করলেন ।

১৫. দ্বিতীয়বার যখন জলদেবতা এলেন তখন তার হাতে কী ছিল?

উত্তর ঃ দ্বিতীয়বার যখন জলদেবতা এলেন তখন তার হাতে একটি সোনার কুঠার ছিল ।